



মুহম্মদ জাফর ইকবাল

রাতুলের রাত রাতুলের দিন



উপন্যাস

রাতুল ছড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। চোখ কচলে সে ঘড়িটার দিকে তাকায়, তার চোখে-মুখে প্রথমে অবিশ্বাস তারপর আতঙ্কের একটা ছায়া পড়ল। আটটার সময় তার সদরঘাট লক্সমাটে পৌছানোর কথা—নয়টার সময় ডিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটির একটা জাহাজ সেখান থেকে ছেড়ে যাবে। তার সেই জাহাজে করে যাবার কথা ছিল। রাতুল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে, ঘড়িটাতে ঠিক নয়টা বাজে, খণ্টার কাটা আর মিনিটের কাটার মাঝে নিখুঁত নকশই ডিগ্রি। সাতটার সময় তার ঘুম থেকে ওঠার কথা ছিল, মোবাইল ফোনে সে সাতটার অ্যালার্ম দিয়ে ঘুমিয়েছিল, সে উঠেছে নয়টার সময়, দুই ঘণ্টা পর।

নাও।'

'জি দেখ। সেই জন্য উড়ে চলে এসেছি।'

'কত? আবার উড়ে চলে যাবে না তো!'

'না যাব না।'

তুয়া তারপর রাত্রুলকে নিয়ে অন্য ভলাটিয়ারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। বেশিরভাগই তাদের মতো ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী। হালি-বলি উজ্জল চেহারা যথেষ্টেই। তুয়ার বন্ধু-বান্ধব। ছোট ব্যক্তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে নিতে হলো না। তারা সবাই তাকে সাহিত্যের আবেশে ডাকছে। সেজেগেজে থাকা কিছু পুরুষ-মহিলাও আছে। তুয়া রাত্রুলকে নিয়ে তাদের কাছে গেল না। থলা নাথিয়ে বলল, 'এরা হচ্ছে আমাদের স্পন্দনের ফানসি। আমি নিজেও চিনি না। এদের বেশি খাতির-মর করতে হবে, যেন সামনের বছরও আমাদের স্পন্দন করে।'

নোতলাও কেবিনের কাছে গিয়ে বলল, 'এই কেবিনে আমাদের ইনভাইটেড শেখরা আছে। বড় বড় মানুষজন কবি সাহিত্যিক ফিল্ম মেকার। বিকেলে যখন সবাইকে নিয়ে গোট টুপেনার হবে, তখন তাদের সাথে পরিচয় হবে। আমরা এদের খাতিহি না।'

'কেন?'

'কবি সাহিত্যিক ফিল্ম মেকার এরা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ মানুষ। ক্রিয়েটিভ মানুষদের থেকে পুরে থাকতে হয়।'

'কেন?'

'এরা কখন কী করবে বলা দুশকিল। সবসময় ভালো করে কিং দেখে না, বোঝে না, কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। উদাস উদাস ভাবে। কিন্তু আসলে চেহারা কেনা দিয়ে সবকিছু দেখে, সবকিছু বোঝে। আয়নার সামনে আধাঘণ্টা দাঁড়িয়ে তুল এমোমেনো করে চেহারা উদাস উদাস ভাব আনার জন্য।'

তুয়ার কথার ভঙ্গি শুনে রাত্রুল হেসে ফেলল। বলল, 'তুই কবি-সাহিত্যিকদের ওপর খুব খালো মনে হচ্ছে।'

'আমি কবি-সাহিত্যিক না। কবি-সাহিত্যিকের আর ফিল্ম

মেকার।'

'কেন?'

'কতখানেক সেকেন্ডের মধ্যে সেই জন্য জিজ্ঞাস করছি। এখানে এসেছিলাম, এখন কাছে বেরে দেখছি। তুমি বৃহতে পারবি।'

দুপুর বেলাতেই রাত্রুল তুয়ার কথাটার অর্থ বুঝতে পারল। সদরঘাট থেকে রওনা দিয়ে জাহাজটা তখন অনেক দক্ষিণে চলে এসেছে। প্রথম কয়েক ঘণ্টা নদীর দু'পাশে কত ইটের ভাটা, পুথিবিতে ইটের ভাটা থেকে কুণ্ডিত কিছু হতে পারে কিনা রাত্রুলের জন্য সেই। ধীরে ধীরে ইটের ভাটা কমে এলো, মাঝে মাঝে গ্রাম উঁকি মিতে থাকে, একসময় গ্রাম হঠাৎ করে নদীর দুই পাশে গ্রাম। বাংলাদেশের সবুজ গ্রাম। রাত্রুল রেলিংয়ে ভর দিয়ে নদী তীরে তাকিয়ে ছিল, তখন তুয়া তাকে নিচে তেঁকে পাঠাল।

রাত্রুল নিচে গিয়ে দেখে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ছোট ব্যক্তরা হাতে খাবারের গোট নিয়ে দাঙাধাক্কি করছে। বড়দের আলো লাইন, সেখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মুখে এক ধরনের অস্বস্ততা ভাব, বোকাই মাঝে খাবারের জন্য তাদের লাইনে দাঁড়িয়ে অজান্তে সেই। রাত্রুলকে দেখে তুয়া বলল, 'রাত্রুল, তুই ব্যক্তাদের সামলা।'

'কী করতে হবে।'

'গোট খাবার তুলে সে। আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছিল?'

'কেবিনে।' তারপর গলা নাড়িয়ে বলল, 'কবি-সাহিত্যিক, ফিল্ম মেকারদের ডেকে আসি।'

কেবিনের ওপর বড় বড় পালমায় খাবার, তাকে খাবার তুলে নিতে হবে। ব্যক্তাদের লাইনে সবার আগে দাঁড়ানো ছোট মেয়েটা, খাবারের দিকে তাকিয়ে নাক কুঁচকে বলল, 'আর কিছু নাই?'

রাত্রুল খাতমত খেয়ে বলল, 'আর কী চাও?'

'হাম বার্গার।'

না। রাত্রুল মাথা নাড়ল, বলল, 'না আজকে ওধুয়ার

ডাইনোসরের মাংস।'



মাগে আমি তুল শব্দটি ব্যবহার করছি, যদি সুস্থভাবে বিবেচনা করি আমি মিথ্যা শব্দটিও ব্যবহার করতে পারতাম, কিন্তু আমি তুল শব্দটিই ব্যবহার করছি, শিতমেরকে তুল তথা দেওয়া ঠিক নয়।' রাতুল একবার তোক গিলে বলল, 'আমি আসলে মজা করছিলাম।' 'আমি সেটি ভুলমান করছি। শিতমের ব্যাপারে আমি খুব স্পর্শকাতর।' তাদের সাথে সঠিক ব্যবহার করা হয় না বলে নতুন প্রজন্মের সুকুমার রত্নবীর বিকাশ হয় না।

রাতুল এককণ্ঠে নিজেকে সামলে নিয়েছে, কী বলবে সেটাও ঠিক করেছে। বাচ্চাগুলো খুব ভালো করে জানে, এটা ডাইনোসরের মাংস নয়, তাদেরকে কোনো তুল তথা দেওয়া হয়নি, এটা এক ধরনের খেলা, বিষয়টা যখন বলতে শুরু করেছে আশ্চর্যে মানুষটি তখন হাত থেকে রাতুলকে উড়িয়ে দেওয়ার কসি করে হেঁটে চলে গেলেন। রাতুল মাথা ঘুরিয়ে তমার দিকে তাকাল, তমার হাত নিয়ে মুখ ঢেকে হাদি ধামানোর চেষ্টা করছে। রাতুল বলল, 'দেখলি? দেখলি ব্যাপারটা?'

'তোকে আমি আগেই বলেছিলাম-'

'কে মানুষটা?'

'সর্বশাস্ত্র, তুমি কবি শাহরিয়ার মাহিনকে চিনি না?'

'না। আমি মাহিন, ব্যবসিনি কাউকেই চিনি না।'

'বিছাড়ে কবি। অঙ্কুরের মাটিতে পা পড়ে না।' তোর সাথে যে কথা বললে সে জানাই তোর জীবন খবর হয়ে যাওয়ার কথা।'

'আমার সাথে মোটেই কথা হলেনি- ভয়ানক পালাপাল করে চলে গেছে। আমি যখন কথা বলতে চেয়েছি তখন আমার কথা না গুলে চলে গেছে। মানুষ যেভাবে মাছি ভাঙার ঠিক সেইভাবে হাত নিয়ে আমাকে তড়িৎ দিয়ে নিয়েছে।'

তমার হাদি দেখে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন প্রথমে সড় শব্দ আর একটা চিৎকার, তারপর সফিগিত অনেকগুলো চিৎকার শোনা গেল। জাহাজের পেছনে একটা ভর্তীটা তৈরি হয় এবং পেছন থেকে উল্লিখিত পলার বস শোনা যেতে থাকে। রাতুল আর তমার মুখে স্পষ্ট কিছু হেসে গিয়েছিল সেখানে পাশ একটা বেকের নিচে উঠু হয়ে আসে কেমনে। 'কী? তমার বেকের নিচে উঠি নিজে নিজে ভিয়েল করছে, কী হয়েছে এমন?'

'মানুষ।' একটা বাচ্চা উল্লিখিত শব্দ আর বলল, 'একটা মানুষ বেকের নিচে পুকিয়ে আছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

এবার রাতুলও উঠি দিল। সত্যি সত্যি বেকের নিচে খানিকটা মূরে অন্ধকারে একজন মানুষ গতিগতি মেরে পুকিয়ে আছে। তমার বলল, 'সবখানে। হাতে কিছু থাকতে পারে।'

এ রকম সময় জাহাজের একজন খালসি কিছু হেঁলে এগিয়ে এলো, সে একজনর পেছনে ব্যাপারটা বুকে গেল, বেকের সামনে উঠু হয়ে সে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে মানুষটির তুলের মুঠি ধরে টেনে বের করে আনে। বাইরে টেনে আনার পর বোকা যায় এটা একজন বড় মানুষ না, এটা একটা বাচ্চা। ব্যাস অটো-মপ বছরের বেশি না। বেকের নিচে আবছা অন্ধকারে তাকে পছন্দের দেখা যাচ্ছিল না বরং বোকা যারিনি। খালসিটা কোনো কথা না বলে হেলের তুল ধরে একটা কাঁকসি দিয়ে যন্ত্রতে শুরু করে।

তমার আর রাতুল কাঁপিয়ে পড়ে খালসিটাকে ধামাল। তমার বলল, 'কী করছেন আপনাকে মারছেন কেন ওকে?'

'মাইর হাতটা এরা আর কিছু থাকে না।'

খালসিটা নাকমুখ কঁচকে বলল, 'এরা যে কী বন্ধ্যাইশ আপনাকে জলেদে না।'

'কেন? কী হয়েছে ওদের?'

'সব সময় এভাবে লুকায় জাহাজে উঠে যায়। তারপর চুরি করে পালায়।' বাচ্চা হেলের

মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল, 'না।'

রাতুল জাহাজে চাইল, 'তাহলে জাহাজে উঠে পুকিয়ে আছ কেন?' হেলেরটা মাথা নিচু করে ঝিকিয়ে রইল, কিছু বলল না। হাত নিয়ে নাকটা ঘষল, সেখান থেকে ঘোঁটা ঘোঁটা রক্ত পড়ছে। রাতুল বলল, 'কী হলো? কথা বলছ না কেন? বল কেন উঠেছ?' হেলেরটা আরও মাথা নিচু করে কিছু একটা বলল। রাতুল ঠিক বুঝতে পারল না, যে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী বললে?' হেলেরটা মাথাটা একটু উচু করে বলল, 'আপনারা লগে সুন্দরবন যান।'

খালসিটা এ কথা শুনে একবারের ভেলেবেতনে জ্বলে উঠল, বাচ্চাটির হাত ধরে ডিম্ভাকর করে বলল, 'কী, কী কইসি হারামজাদা? সুন্দরবন যাবি? শখ মেখে বড়ি না।'

রাতুল হেলেরটাকে মুক্ত করে বলল, 'তুমি আমাদের সাথে সুন্দরবন যেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

তাদের ঘিরে একটা হেটখাটো ভিড় হয়েছে, সেখান থেকে এবার একটা হাফির শব্দ শোনা গেল। খালসিটা আবার এগিয়ে আসে, বলে, 'আজ আমার সাথে, তোরে আমি এক লাখি নিয়ে সুন্দরবন পাঠানু।'

রাতুল বলল, 'আপনি কী বলছেন এসব? ছিঃ।'

'আমার হাতে সেনা, আমি এর বাবুলা করি।'

'কী বাবুলা করছেন?'

'জাহাজ খামার কোনো একটা নৌকাত্তে তুলে দেব।'

'নৌকায় তুলে দেবেন? তারপর?'

'নৌকা ওরে পাড়ো নামায়া দেব।'

'তারপর সে কেমন করে সুন্দরবন যাবে?'

'সেইটা আমার চিয়ার ব্যাপার না। সেইটা এই হারামজাদার ভিড়।'

ওদের ঘিরে হাজার হাজার লোকের ভেতর থেকে কে যেন বলল, 'এরা খিট খিট করে মজালা মনেত্র করে নেবে।'

'অবশি যে রক্ত থাকে এরা হায়েল পেরে জনপতি।' রাতুল তাকিয়ে শোনে কবি শাহরিয়ার মাহিনের মুখে এক ধরনের ভিড় হাদি, সেই হাদিসের আরও বিস্তৃত হতে নিয়ে বললেন, 'এই জনপতি এক জনপতি থেকে অন্য জনপতিতে রূপে পরিণত হায়েল।'

রাতুল সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাচ্চা একটা হেলে আমাদের সাথে সুন্দরবন যেতে চাচ্ছে, একে নিয়ে গেলে সমস্যা কী?'

সবাই চুপ করে রইল, শুধু খালসিটা মাথা নেড়ে বলল, 'না। না।' রাতুল বলল, 'একজন মানুষ, কী আসে যায়?' কবি শাহরিয়ার মাহিনের মুখের গ্লিট হাদি হঠাৎ করে উবে গেল, মুখ সূতালো করে বলল, 'এদের প্রায় দেওয়া ঠিক হয়ে না। জাহাজের রচনিত বিদায় মেনে নৌকায় তুলে দেওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত।'

রাতুলের ইচ্ছে হলো বলে, 'এই শিতমের কোয়ার আপনি স্পর্শকাতর নমঃ এর সুকুমার মাহেবুবি বিকাশ নিয়ে আপনাকে কোনো দুর্ভাবনা নেই।' কিন্তু সে কিবাই বলল না।

এ রকম সময় আলমগীর ভাই এসে কিছু হেঁলে ঢুকলেন। তার

মেয়ে মেটসি গিয়ে বাবার হাত ধরে তাকে ডিম্ভাকর করে কিছু একটা বলল। আলমগীর ভাই মাথা নাতুলে, বললেন, 'ঠিক আছে।'

তমার বলল, 'আলমগীর ভাই, এই হেলেরটা পুকিয়ে জাহাজে উঠে গেছে-'

'তবনিহ, পুকিয়ে না উঠে এর কি অন্য কোনোভাবে ওঠার উপায় আছে?'

'তা নেই। কিং-'

'কি কী?'

'জাহাজের লোকজন ওকে একটা নৌকায় নিয়েছে।'



ছেলের ভাগ্যে রেজাউল কারিম
তো খাতিরি সিন্নাত... আরও
একটি বেশি পেলো তো বেশ হয়।

১৯৮৩ সালে এ-১০৮-এ পদমর্যাদা
১৯৮৩ সালে এ-১০৮-এ পদমর্যাদা

IFIC BANK



‘আমনি বলল, ‘মিষ্টে...’

‘তিনি হিঃ, তুমি কেন আশে?’ আমি জানি।’ শামস বের বস্ত্রায়

তখন ভেঁটা পড়ল।

তুয়া হাসার কণি করল, ‘আগুনরা এত গুণী মানুষ, তুমিদের তা

খাওয়াতে পাঠাই আশাদের নৌভাণ্য।’

‘কেন আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছ?’

‘ঠাট্টা না। সত্যি কথা।’

‘খাক এত সত্যি কথা বলে কাজ নেই।’

‘মিষ্টে নেমে গাটিকের কাছে গরম পানি, টি ব্যাগ ও চিনি নিয়ে

তুয়া বলল, ‘সজা তা খেতে পারবেন তো?’

‘আমি এমন কিছু বুঁতখুঁতে মানুষ না। গরম হলেই হলো।’

‘শামস তাকে চুমুক দিয়ে বলল, ‘তুমি কী কর?’

‘ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।’

‘কোন সার্ভিস?’

‘ফিজিক্স।’

‘শামস ভয় পাওয়ার ভান করল, ‘বাবারে বাবা। ফিজিক্স-

ম্যাথমেটিক্স খুব ভয় পাই।’

‘ঠাট্টা করছেন?’

‘কেন ঠাট্টা করব? আসলেই ম্যাথ, ফিজিক্স একটো ভয় পাই।’

‘এ কারণে শিএইচডি করে

ফেলছেন?’

‘শিএইচডি করা সোজা।

বোকাবুড়ির ব্যাপার নেই।

কামলার মতো পরিশ্রম

করলেই আতভাইজার

মুশি। আর আতভাইজার

মুশি হলেই সবাই মুশি।’

‘কী নিয়ে কাজ

করেছিলেন?’

‘মোটামুটি ইন্টারেসিং-’

তুয়া শামসকে হামাস,

‘একটা কাজ করলে কেমন

হয়?’

‘কী কাজ?’

‘আমাদের সবার সামনে

একটা প্রজেক্টের দেন।’

‘প্রজেক্টেমান? এ জাহাজে? রেকর্ডে? এটা একটা বিশেষ

পড়লাম?’

‘কিন্তু হি হি করেহামস... বলল, ‘না না, সেরকম প্রজেক্টেমান না।

আমরা আপনাকে সাথে প্রেলাম, একটা কথা বললাম। আপনি কিছু

বললেন, ‘আমরা কিছু বললাম, এ রকম আর কী। আজ্ঞার মতো।

কোনো কুনিয়ামি না করে আজ্ঞা দেওয়া আর কী।’

‘শামস হাসল, বলল, ‘ঠিক আছে।’

‘ঠিক এ রকম সময় রাতুল জাহাজের হানে সব বাতাকের নিয়ে

বসেছে। বাতারা গোল হয়ে বসেছে, সামনে রাতুল গাটার মুখে

কিম্বল নীড়িয়ে থেকে বলল, ‘একটি আগে আমাকে তোমানের

ম্যানেজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।’

‘বাতারা আমনের মতো শব্দ করল। রাতুল বলল, ‘আমি তাদের

কী বলেছি জান?’

‘কী?’

‘আমি বলেছি আমাকে একটা চাপুক নিতে হবে।’

‘বাতারা আবার আমনের মতো শব্দ করল। শার জিজ্ঞেস করল,

‘নিয়েছে?’

‘এখনও নেই নাই, নেবে।’

‘শার বলল, ‘আমি হবো

আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট।

আমাকে বলবেন কাজে

চাপুক মারতে হবে, আমি

মেরে সেব।’

‘মনে হচ্ছে তোমাকে

নিজেই করা করতে হবে।’

‘সবাই হি হি করে হাসল।

‘রাতুল বলল, ‘আর কী

বলেছে জান?’

‘কী?’

‘বলেছে তোমরা যদি

ভালো না হয়ে থাক, শার

না হয়ে থাক তাহলে

আমাকে সুন্দরবনে রেখে

আসবে। রাতুল বলল

ছেলের ভালো বেকারের জন্যই
তো গাটিকি সিমেন্ট... আরও
একটি বেশি পেলে তো বেশ হয়।

এই মেসেজটি
একটি বাক্যে
একটি বাক্যে
একটি বাক্যে

IFIC BANK

মিল। গল্প চলাতে গিয়ে সবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল এবং সবাই চুপ করে রইল এবং বেশ খানিকক্ষণ পর তৃষা বলল, 'ভলপটি। ডাঙ্গাবাড়ি। পরিহার ডাঙ্গাবাড়ি— এটা হতেই পারে না।'

কিন্তু তত্ত্বাবধান একটা ভেদে ভিন্ন পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে এবং
সরাসরি নামে অসামিয়ারদের একতাই। তার দর বেগলার প্রকৃতি তাত্ত্বিক
সমিয়ারদের সঙ্গে। কারণ এরপর পিঠির আরেকটা ভেদে ঘটনা
ভাষণের বহুদিকের বাস্তবের কথা, শব্দটির একটি যে গাঢ়তা শুনে সুবার
ভাষণ-শ শব্দের ভেতর থেকেই ফলে যেটা একতাই।

দুই বছর আগের ঘটনা। রোজার সৈন্যের ত্রিক আগে আগে আমার নানার হাতি আটক করে। সমগ্রভাবে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তাররা শিখার করে কোনোমতে নানাকে বাঁচিয়ে তুললেন। এনজিওরাম করে খোলা শেষে হার্টে শাটল ব্রক, সার্ভারিক করছে হব। শ্বাস নিমিত্ত ত্রিক করল, নানাকে আগেরশ্রম করার জন্য ইতিয়া নিয়ে যাবে। নানা ক্রীত যাবত তাই শেষে যাবেন আমার বা। আমার যা একা একা কোথায় যান না ত্রিক ধাবাকে সাথে নেবে হবে। কালার টি গিয়ে যাবতনা তাই ত্রিক হবতা সৈন্যের হুটিতে যাওয়া হবে। আমার আর একটি খাভ বেশ, তার বিয়ে হয়ে গেছে, হাজনবা-ওকায়ি মুজনেই ডাক্তার। নুট বাজাকে নিয়ে সিনেট যাবেন। তার সৈন্যের আগে আমি অবিরত করলাম, সৈন্যের হুটিতে আমার যাওয়ার জায়গা নেই- ত্রিক করলাম হবনেই যাবে। এটা এমন কিছু

ব্যাখ্যা না। পরীক্ষার
আগে অনেকই বাড়িতে
যায় না, হলে থেকে যায়।
তা হাড়া কিছু হার আছে
এরা পরীক্ষা থাকুক না
থাকুক, ছুটিঘণ্টা থাকুক
না থাকুক সব সময়ই হলে
থাকে।

রোজা যতই শেষ হতে থাকল, হল খালি হতে থাকল। ২৭ রোজার পর মনে হলো হল খুঁটি একেনারো ফাঁকা হয়ে গেছে। আমি যখন হল থেকে বের হই কিংবা ঢাকি



তখন দারুল্লাহ জিজ্ঞেস করে 'স্মার, ব্যক্তি যাবে না?' আমি যখন মাথা নেড়ে বলি 'নাহ!' তখন দারুল্লাহের মুখটা ভোতা হয়ে যায়। হঠাৎ কেউ না থাকলে সে যেটা কান্না হেরে চলে যেতে পারে। কিন্তু দারুল্লাহ বলছে হেরে থাকে তাহলেই! তার পেয়েছি কি? করতে হয়। তাই তার মতোই খাবার-পানীয়ের পরে

স্বাভাবিকভাবেই সেক্ষেত্রে আশেপাশে আতঙ্কিত হওয়া শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন পুলিশের অসহযোগিতা, অমান্যতা, অত্যাচারের কারণেই সেই ভয় শক্তি মনে মনে বৈধিকের হাতে কোনো প্রাধান্য পেতে পারে না। হলে কিংবদন্তি জাফি চাকর শব্দে আমায় যে অনুভব করতেন, থাকে তারা আমাকে তাদের বাসার থাকার জন্য বলেছে। কিন্তু দলিত জনগণের প্রাথমিক উদ্বেগ, ক্ষাণ্ডিতের সন্যাসই একসঙ্গে কিংবদন্তি হতে পারে, জাফি বাইরের একজন মানুষ। আমার ক্ষাণ্ডিতের চুক হাই কেমন করে?

‘‘আ-ই হোক সিনের নিষ্ঠা ভালোই কটিল, সিনের পরদিন ঢাকা শহরে আমার ঘাওয়ার জায়গা নেই। বিকল পরিত্যোক্তির করে সম্ভার ত্যাগে আগে হলে কিন্তু এসেছি। গেটে কেউ নেই। অনেককণ আকাশনিক করে শেষ পর্যন্ত নারোয়ালকে পাওয়া গেল। সে এসে গোয়াল ঘরে গেট খুলে দিল। আমি এনে ক্রমে ঢুকে বিভ্রান্ত হয়ে কয়েকটা বসন্ত পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পেলো।’’

করে আমার ঘুম ভাঙল।
বেশ কিছুক্ষণ লাগল
বুঝতে, আমি কোথায়।
দখল সবকিছু মনে পড়ল
তখন আমি উঠে বসেছি,
প্রথম আমার যে কথাটা
মনে হলো, সেটা হচ্ছে
তালিকার আশ্রয় রুকম
নীতর। আমি এতদিন
এখানে আছি কখনও মনে
হয়নি এ রুকম বিশেষ
একটা রাত দেখেছি।
আমি বিছানা থেকে উঠে
খড়ি দেখলাম, রাত
এগারোট। রাতের বাইরে
গিয়ে ঘেঁষে আমার কথা



হেলের ভালো রোজান্তের জন্যই
তো খাটিছি দিনরাত... আরও
একটি বেশি পেলে তো বেশ হয়

[illegible]

IFBC BANK



ছিল, এত রাতে আর কোথায় যাব? সিম উললক্ষে গভ্র দু'দিনে এত খাওয়া হয়েছে, সপ্তাহখানেক না খেলেও কিংবদন্তীর কথা নয়।

ਅੰਮ੍ਰਿਤੀਕ ਕਰਨਾਮ, ਮੁੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀਕ ਕਰਨਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤੀਕ ਕਰਨਾਮ

যেহেতু যেহেতু যখন প্রাচীন পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল প্রান্তরে ফোঁসে সে যেমন মধ্যপ্রাচ্যের দিকে আসে তখনো, আমি তখনই অকারণে হাসি। কারণ আমি ভাবি হলে আমি ফোঁসে ফোঁসে কেটে যেই। পায়ের পশ পশ যখন দিক জমার তরঙ্গের মাঝে মাঝে এসেছে তখন তখন মনটা খুলে ফেরে হলা। আবাক হবে তাকিয়ে দেখি কেউই। বাধ্যকরণ এ যাত্রা থেকে ওই যাত্রা পুরোপুরি ফাঁকা। আমি অবিশ্বাসের দুটিতে তাকিয়ে থাকি। আমার মনে হতো বাইরে যেন কনকনের মতো। আমার সারা শরীরে কেমন যেন একটা স্নিগ্ধতা ওঠে। হঠাৎ করে আমার মাথের ভেতর একটা আতঙ্ক এসে ভর করল, আমি ঘরের ভেতর ঢুক মনটা বন্ধ করে দিলাম।

‘সেটা আমার বিশ্বাসের একটা অনুভূতি, মনে হতে থাকে
আশাপাশে মনে কোনো একটা কিছু আছে, মনে হতে থাকে যে
আমাকে কিছু একটা দেখবে, মনে হতে থাকে কেউ মনে দেখে
যেবে আমার পথের কাঁপিয়ে পড়বে। আমার মনে হতে থাকে কেউ
মেনে খুব কাছে থেকে মিসি করে বলে কথা বলবে। মনে হয় কেউ
মেনে নিজস্বাৎ ছেঁবে। আমি অনেক কঠোর নিয়মকে শাস্ত করে
বিস্বাস্য হয়েছি। গোয়ে পাশি মেলে রেখেছিলাম, সেটা চক চক
করে দেখেছিলাম।’ (৯)

করবে যেহেতু পলিশি শব্দটির
করবে যুক্ত হবে পার্শ্ব না।
হিক তখন পায়ের শব্দ
অনতে পেলাম। এবারে
একজনের পায়ের শব্দ নয়
বেশ কয়েকজনের। শুধু
পায়ের শব্দ নয়, এবার
পায়ের ঝড়ও অনতে
পেলা। বেশ কয়েকজন
কথা বলতে বলতে
আসবে। আমার তখন
বুকের মাঝে সাহস ফিরে
এল। খেটের মারগোয়ান
নিশ্চয়ই অন্য
কয়েকজনকে নিয়ে হেঁটে
হেঁটে দেখবে। ফিরে ফিরে

করলাম একা একা আর থেকে কাজ নেই, আমি মারোয়ানের সঙ্গে
বের হয়ে যাব।

[illegible]

“আমি ঠিক তখন আবার নিচু গলার মানুষের কথা ভাবতে গেলাম। আমার অনুমান সত্যি। সামনে কোনো একটা ঘর থেকে গলার শব্দ আসছে। আমি কয়েক পা এগিয়ে গেলাম এবং হঠাৎ করে পুরোপুরি জমে গেলাম। সামনে সত্যি সত্যি একটা ঘরের দরজায় তলা নেই। দরজার নিচ দিয়ে রক্তের একটা ছারা গড়িয়ে গড়িয়ে বের হয়ে আসছে।

“আমি ঘরের সামনে
পাঁচালাস আর ভেতরে
ধোঁয়া করে গলায় শব্দ
যেমন গেল। আমি কি
করব বুঝতে পারছিলাম
না। মাথার ভিতরে শব্দ
কিন্তু কেমন যেন ভাব
পাকিয়ে যাচ্ছে, পরিভার
করে চিন্তা করতে পারছি
না। হুটে শালিয়ে যাবার
কথা কিন্তু আমি নিজের
ইচ্ছা বিরুদ্ধে ঘরের
দরজা ছাড়া মিলায়, কাঁচ
খুলে শব্দ করে দরজাটা
খুলে গেল। ভেতরে
আবহা অস্বাভাবিক, বাতাসের



মনে হলো না, সবাই দেখি খুবই উত্তেজিত। 'কী খেলা খেলছেন?' 'ট্রেনের হাট'। গুরুত্ব খুঁজে বের করা। জাহাজের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের কাছে আমি ছু লুকিয়ে রেখেছি। একটা কুয়ের মাঝে পরের কুটা সম্পর্কে লেখা থাকে। মাথা খাটিয়ে বের করতে হয়। মোটা ব্যাগটা আছে, এর মাঝে সাত নম্বরে পৌঁছে গেছে। 'গুরুত্বপূর্ণ কী'।

'এই জাহাজে গুরুত্ব আর কী পাবা? তাই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটা অস্বীকার'।

'কী অস্বীকার?'

'আজ রাতে কিসকো নাইট হবে।'

'কিসকো নাইট?'

'হ্যাঁ। সবাই নিলে শাসনামতি। এখন শাসনামতি করার জন্যে কিছু ধুমধাতুকা গান দরকার। চেষ্টা করছি ভাইনলোড করতে।

নেটওয়ার্ক এতো দুর্বল—'

'আজ এই তো বেশি'।

রাতুল মাথা নড়ান, বলল, 'হ্যাঁ সমুদ্রের নিকে গেলে নাকি নেটওয়ার্ক থাকে না। এখানে আছে।'

শামস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাতুলের নিকে তাকিয়ে ছিল, সেখানে সে বামবেশে সেখানে সে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়, সে যেটা মুঠি এখানেতে জব্বার হয়ে গেছে তাই রাতুলের সাথে কথাবার্তাটাকে সে একটু অর্ধশব্দ হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া তুমি তার সাথে ঠিক করেছে

সে সবার সাথে কথা বলবে, অন্য কেউ নয়। শামস তাই সবাইকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'আমার কথাটা যে সত্যি তোমরা দেখেছ'।

তুমি জিজ্ঞেস করল, 'কোন কথাটা?'

'এই যে এদেশের ইয়াজ জেনারেশন—আই মিন তোমরা—'

তোমাদের মাঝে সেসব অক্ষ কণ্ঠশিষ্টান নেই।' শামস রাতুলকে দেখিয়ে বলল, 'এই যে এই হেলোটি কণ্ঠশিষ্টানকে বিশ্বাসই করে না। ইনক্রেডিবল।'

শামসের কথার মাঝে এক ধরনের তামিষ্যের ভাব ছিল, রাতুলের গা ছাড়া করে উঠল কিংস সে নিজেকে শান্ত রেখে বলল, 'আমি কেন কণ্ঠশিষ্টান শামস করি না তার একটা মুক্তি নেই।'

অপস্মিত আঙ্গুর মুক্তি দেখান।

'মুঠি' যে কিসিসটা অস্বীকার, যে কিসিসটা স্পষ্ট তার জন্যে মুক্তি দিতে হয়। সারা পৃথিবীটা চলছে কণ্ঠশিষ্টানের উপর। ওরফে কম্প্রিহেন্ড হয়, কুটবল হয়, অস্পষ্ট হয়। আচ্ছা অস্পষ্টপাড়া হয়, দ্বিগুণ অস্পষ্টপাড়া হয়, আফেরিকান আইডল হয়— সব হচ্ছে কণ্ঠশিষ্টান।'

'অবশ্যই হয়। আপসি যে কর্তা কণ্ঠশিষ্টানের কথা বলেছেন বলেও কতোজন মানুষ অংশ নেয়? কয়েক হাজার? পৃথিবীতে হয় বিলিওন মানুষ— তারা কোথায় যাবে? তারা কোন কণ্ঠশিষ্টানে অংশ নেবে?'

শামস এবারে কেন্দ্র যেন ক্রুদ্ধ চেয়ে রাতুলের নিকে তাকিয়ে থাকে।

'তার মানে তুমি কী বলতে চাইছ?'

'আমি বিশেষ কিছু বলতে চাইছি না। আপনার কথা সত্যি—পৃথিবীটা চলছে কণ্ঠশিষ্টান দিয়ে, কিন্তু একটা চালু থাকলেই সেটা ভালো কে বলবে? পৃথিবীতে অনেক ব্যাপার জিনিস চলছে। যেমন মনে করেন—'

তুমি রাতুলকে হাসাল,

বলল, 'তুমি ধ্যাম দেখি

রাতুল।' তার সব মুক্তি

হচ্ছে কুতুভি। কেউ কিছু

বললেই তুমি ব্যাগটা খিন।'

'ব্যগড়া? আমি ব্যগড়া

নিখি?'

'অবশ্যই ব্যগড়া নিখি।'

জামরা শামস তাইয়ের

কথা শুনেই বসেছি। তার

কথা শুনেই বসিনি। তার

কথা আমরা নিরাস্ত

কনি।'

রাতুল কেন্দ্র যেন আহত

অনুভব করে, হাতখত

থেকে বলল, 'সরি। আমি

আসলে বুঝতে পারিনি। তুমি বলছি আমার মতো হবে— যখন

আজ্ঞা দেয় তখন তো তুমি একজন কথা বলে না— সবাই বলে।'

'হ্যাঁ আমি বহুবিধালা আমার মত, তার মানে না—'

তুমি কথা শেষ করতে পারল না, হঠাৎ করে সবাই গুপের থেকে

নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিংকার শুনেই পেল। কেউ একজন জানে

একটা কিছু নিয়ে চিংকার করছে। কী ঘটছে সেখান তোমরা সবাই

তখন ওপরে ছুটু এল।

নোতলায় একটা কেবিনের সামনে গিয়ে দেখে টেলিভিশনের

নায়িকা শারমিন রাজাকে তার চুলের মুঠি নিয়ে ঘরে রেখে তীক্ষ্ণ

গলায় গলাগাল করছে। তুমি জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'এই হারামজাদা তার আমার কেবিনে ঢুক আমার ব্র্যাকবেরি

মোবাইল চুরি করেছে।'

'চুরি করেছে?'

'হ্যাঁ' কথা শেষ করে শারমিন রাজার চুল ধরে কাঁদুনি দিয়ে গালে

একটা চতু খণ্ডিয়ে দিল— 'দে হারামজাদা আমার ব্র্যাকবেরি।'

রাতুল একটু হতবাক হয়ে শারমিনের নিকে তাকিয়ে থাকে, কী

খিটি আর কী ব্যাভাভা চেহারা ঘেরেনি, তার জন্যে একটা ছোট

বাচ্চাকে মারার মৃদাঙ্গা কী সেখানে, মুখে 'হারামজাদা' শব্দটি কী

অসীল শোনায়, বা কীটা নিয়ে উঠে। রাতুল এগিয়ে গিয়ে রাজাকে

শারমিনের হাত থেকে মুঠি নিয়ে আনল, হাত ধরে বলল, 'রাজা। তুমি

এই মাতামের ঘরে ঢুকেছ?'

'জে'। রাজা কীভাবে কীভাবে গলায় বলল, 'কিন্তু আমি চুরি করি না।

কখন খোদ।'

'তুমি কেন এই মাতামের ঘরে ঢুকেছ?'

'বাক্সের ভিতরে বাক্স আছে কি না দেখতে গিয়েছিলাম।'

বাক্সের ভিতর বাক্স বিঘড়াটা কী কেউ বুঝতে পারল না, তুমি রাতুল

বুঝতে পারল। বাচ্চাদের ব্যাং ব্যাংর জন্যে সে গুরুত্ব খোঁজার যে

খোঁজাটি শুরু করিয়ে নিচ্ছে সেখানে এক সময় বাক্সের ভিতর

বাক্স খোঁজার জন্যে। রাজা এবং অন্য সব ব্যাঙা সারা জাহাজে

বাক্সের ভিতর বাক্স খুঁজছে, সে জন্যে নিতাই শারমিনের কেবিনে

ঢুকেছে। অন্য কেউনা রাজা বুঝতে পারলি এখানে খোদ উঠে না

শরি রাজা ঢুকবে ব্যাঙাটা অন্য ব্যাঙার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ



হেলের ভালো রেজাল্টের জন্যই
তো খাটিছি দিনরাত... আরও
একটু বেশি পেলে তো বেশ হয়।

ওয়েব পেজ: www.ifsicbank.com
ফোন নম্বর: ১৬৬৬ ১৬৬৬ (১৬৬৬ ১৬৬৬) ১৬৬৬

IFIC BANK

দুইপাশে ঘন জঙ্গল, পাখাঘাঘালিতে ভরা। ভাটা শুক হয়েয়ে। তাই নদীর পানি কমে কান্দা নিয়ে ঢাকা নদীর তীর বেগে উঠেছে। সেখানে নানা ধরনের পাখির খাদ্যমূল সূতালা ছুটির মতো বের হয়ে আসছে। রাতুল জাহাজের ঘানে বসে মুগ্ধ হয়ে দেখছে। জাহাজের পর থেকে সে সুন্দরদেহের কথা ভনে আসছে। কিন্তু সেই বলকুচি যে এত বিচিত্র কখনও করত্বা করেনি। একা একা এসে সুন্দর ভাবের এর পছন্দ জন্মলা দেথতে ঘন চাইছিল না। তাই সে তুম্বাকের খুঁজতে বের হলো। নিতলায় তার সাথে দেখা হলো। তা বানানোর জন্য গরম পানির ড্রাক থেকে সে প্রান্তিকের কাপে পানি ঢালছে, রাতুলকে দেখে তুম্বা গল্লির হয়ে বলল, 'এখন কার সাথে কথাটা করে এসেছিল?' 'কথাটা? কথাটা করব কেন?' 'তাই তো দেখছি।' 'কখন আমাকে কথাটা করতে দেখছিল?' 'প্রথমে কথাটা করলি শামস ভাইয়ের সাথে, তারপর কথাটা করলি শারমিনের সাথে।' 'আমি কথাটা করেছি?' রাতুল অবাক হয়ে বলল, 'আমি?' 'হ্যাঁ। তুমি ভুলে যাচ্ছিল, এরা আমাদের ইনভাইটেড গেস্ট।' এরা সেলিগ্রেট, এরা আমাদের সাথে আছে বলে আমরা আমাদের রেজিট্রারগুলো করতে পারি।' 'তার মানে তুমি বলছিল তোর ওই শামস ভাইয়ের কোনো কথা পছন্দ না বলে আমি সেটা বলতে পারব না? শারমিন একটা বাচ্চা হেমেকো মিথ্যা নোষ নিয়ে চকু মেরে নেবে আর আমাকে সেটা দেখতে হবে?' 'না তোকে দেখতে হবে না। কিন্তু তার মানে না তুমি তাকে পাশটা অপসাদ করবি। এরা দেশের সেলিগ্রেট। তুমি সেলিগ্রেট না। তুমি একজন ফালতু ভলাটিয়ার।' 'ফালতু ভলাটিয়ার?' রাতুল প্রায় আতঁনাম করে বলল, 'তুমি আমাকে ফালতু ভলাটিয়ার বলতে পারছিস?' তুম্বা গরম হয়ে বলল, 'কেন? কারক না? তুমি তুম্বা যাচ্ছিল যে, তুমি এই ভলাটানা ইঞ্জিনের কেন্দ্র না। আমি তোর কথা বলছি। তোর আমের কথাটা বিশ্বাস করে তোকে আমি অপসাদ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তুমি এসে বড় বড় বোয়ালটা গুল করেছ, আর খাচ্ছাটা মজা করতে হচ্ছে আমাকে। বুকে হিস?' 'অপসাদে রাতুলের তান লগা হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'বুকে হিস।' 'মাত্রাজান খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ত্রিক কখন মামতে হয় সেটা জানতে হবে, সেটা না জানলে খুব দুশকিল। তোর কোনো মাত্রাজান নেই, কার সাথে কী রকম ব্যবহার করতে হয় তুমি জানিস না। বুকে হিস?' রাতুল চুপ করে রইল। তুম্বা প্রায় চিৎকার করে বলল, 'বুকে হিস?' রাতুল আঙে আঙে বলল, 'বুকে হিস।' 'তম্বা বুকেলে হবে না, মনে রাখতে হবে।' 'মনে রাখব।' রাতুল একটা লম্বা শিখাস ফেলল বলল, 'আই এম সরি তুম্বা, আমার জন্য তোর এত কামেলা হচ্ছে। যদি কোনো উপায় থাকত, আমি তাহলে চলে যেতাম, এখন চলে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।' 'আমি তোকে এখন নাটক করতে বলছি যে, রাগ করে চলে যাবি। আমি শুধু বলছি—' 'তুমি বলছিলি আমি একজন ফালতু ভলাটিয়ার, আমাকে ফালতু ভলাটিয়ারের মতো থাকতে হবে। আমি ব্যাকব। তুমি নিশ্চয় থাক তুম্বা।' তুম্বা কয়েক দুর্ভূত রাতুলের নিকে তাকিয়ে প্রান্তিকের গ্রামে চা নিয়ে হেঁটে চলে গেল। রাতুল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তুম্বা গিলি নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। উপরে কেবিনে সেলিগ্রেটরা

থাকে, তুম্বা তাদের শাও করতে যাচ্ছে। রাতুলের অপসাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে তুম্বাকে— রাতুলের হঠাৎ মনে যেতে ইচ্ছা করতে থাকে। তুম্বার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে শামস চুমুক নিয়ে বলল, 'ফার্স্ট ক্লাস চা?' তুম্বা হেসে ফেলল, শামস জিজ্ঞেস করল, 'হাসছ কেন?' 'আপনার ফার্স্ট ক্লাস চা শুনে। কারণ আমি জানি এটা মোটেও ফার্স্ট ক্লাস চা না। এটা কোথাকিবা ফিল্ম ক্লাস চা। টেনেলেম বড়জোর পার্স ক্লাস হতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই ফার্স্ট ক্লাস চা না।' 'তুমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মিস করে গেছ।' 'সেটা কী?' 'যখন মানুষ কোনো একটা কিছু খায় তখন সেটা তার কাছে কতটুকু ভালো লাগবে সেটা নির্ভর করে যে কোন পরিবেশে থাকছে তার ওপর। যখন তুমি খুব দামি একটা রেস্তোরাঁতে যেতে যাও তখন যাবারটা হয়তো খুবই সাধারণ। কিন্তু তোমার কাছে সেটাই অসাধারণ মনে হবে। কারণ তোমার চারপাশের পরিবেশটা অসাধারণ।' তুম্বা ছোট্ট কেবিনটার চারপাশে চোখ বুজিয়ে বলল, 'এখানে পরিবেশটা অসাধারণ।' শামস উত্তর না দিয়ে হাসল। তুম্বা জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো?' শামস মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ অসাধারণ। যতক্ষণ তুমি আর ততক্ষণ অসাধারণ।' তুম্বা একটু গোব্যাচেকা খেয়ে যাঃ। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে দিল। 'আপনার অবস্থা খুবই খারাপ মনে হচ্ছে।' 'কেন?' 'আমার মতো একজন মানুষকে যদি আপনার পরিবেশকে উন্নত করতে হয় তাহলে অবস্থা খারাপ না?' 'মোটোও খারাপ না। তুমি অসাধারণ।' 'আমি অসাধারণ?' 'হ্যাঁ।' 'কেন?' 'শামস মাথা ঢুকানোর তান করল।' 'তোমার মতো তরুণের চেহারা? আমির? অবশিষ্ট? কাছাকাছি?' 'খারাপ। কোনো ডায়াগা থেকেই তরুণ করতে হবে না।' 'না না, ঠাট্টা না। আমি জে-তোমাকে লক্ষ্য করছি। এত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছ, সব সময়ই মাথা ঠাট্টা, সব সময়ই হাসিমুখি। তোমার সেই বন্ধুর মতো না।' 'কোন বন্ধু?' 'ওই যে সকালে আমার সাথে তরুণ জুড়ে দিল।' 'ও আচ্ছা। রাতুল।' তুম্বা হঠাৎ করে গল্লির হয়ে যায়। 'মাম তো জানি না।' শামস বলল, 'ওর সমস্যাটা কী? মনে হচ্ছে সব সময়ই কোনো কিছু নিয়ে রোশে আছে। একজন ইয়ামোদ অথচ কোনো ড্রাইভ নেই। বিশ্বাস করে, কম্পিটিশন করে বড় হতে হবে না? সব সময়ই একজন নো-বডি হয়ে থাকবে? কখনও সাম-বডি হবে না?' তুম্বা একটা শিখাস ফেলল, বলল, 'আমি ত্রিক জানি না, রাতুলের সমস্যাটা কী?' শামস খুব পাশেই বলল, 'খারাপ, রাতুলের কথা থাক। তোমার কথা শুনি। বসো, তোমার কথা বলো।' তুম্বা একটু অনামদল হয়ে যাঃ, তার কথা সে কী বলবে?

দুপুরবেলা জাহাজটা এক জাহাজের নোঙর ফেলল। দুপুর ফরেঞ্জির একটা টাওয়ার, দুইপাশে ঘন জঙ্গল। জাহাজের সাথে একটা ট্রলার বেঁধে রাখা আছে, সেটাতে করে সবাইকে তীরে নিয়ে যাওয়া হবে। বাতাদের উপাংশ সবচেয়ে বেশি।



বাবার কটোর আয়, আমার পড়াশোনা... আরও একটি বেশি পেলে বেশ তো।

এই ঘরে এ-টাই এ সময় শুরু।
লেন্স কলেক্ট করা ২৪-৭৮৫৩৬৩৬৬ নম্বর।

IFIC BANK

কিন্তু প্রথমে আশঙ্কিত অভিব্যক্তি নেমে গেল, তুমি তাদের সাথে গেল। সবাইকে নামিয়ে টলারটা ঘিরে আসতে আসতে গ্রায় পন্থেগো মিনিটে লেগে যায়, এই পন্থেগো মিনিটে বাচ্চারা একেবারে জেঁধেঁ হয়ে যায়।

বাচ্চাদের ট্রাপের তোলায় সমস্ত রাতুল সতর্ক থাকে, সবাইকে তুলে সে গলা উচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সবাই উঠেছে?' বাচ্চারা চিৎকার করে বলল, 'উঠেছি।' দেখা যাক সবাই উঠেছে কি-না, একবার গলে ফেলা যাক। তরু করো, ওয়াস টু ট্রি।

রাতুল একটু আগে সবাইকে এক নুই তিন- একভাবে নম্র নিয়ে নিয়েছে। তারা নিজের নম্র বলতে লাগল। মৌটুসি চিৎকার করে বলল, 'এক।'

টুপা বলল, 'নুই।'

টুবল বলল, 'তিন।'

তখন শান্তর কণার কথা 'চার', কিন্তু সে উবু হয়ে পানিতে ভেসে যাওয়া একটা গাছের ডাল ধরার চেষ্টা করছে। কায়েমি চার শোনা গেল না।

রাতুল জিজ্ঞেস করল, 'চার? চার কোথায় গেল?' তখন অন্যরা শান্তকে টেনে দাঁড় করাল, 'এই যে, এই যে চার।' রাতুল বলল, 'শান্ত, তোমার নামের বেলা।'

শান্ত বলল, 'চার'। তারপর আবার সে উবু হয়ে নদী থেকে গাছের ডাল ধরার চেষ্টা করতে থাকে।

মিশা বলল, 'পাঁচ।'

লীলন বলল, 'ছয়।'

রাজা বলল, 'সাত।'

এভাবে তেরো পর্যন্ত গিয়ে শেষ হওয়ার পর রাতুল বলল, 'ওভ।' ফিরে আমার সময় গলে গলে এই তেরোজনকে আবার ডিরিয়ে আনতে হবে। ঠিক আছে?'

সবাই চিৎকার করে বলল, 'ঠিক আছে।'

ট্রাপের ভিতরে আমাদের আয়েশি ব্যাকচারা লাড়িয়ে লড়িয়ে নামতে শুরু করে। বড় মানুষেরা দেখে চারপাশে তাকিয়ে লুককির খোঁশে দেখে যায়। উঠ করতে থাকে, বাচ্চারা প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামান না, তারা চারপাশে ঘোঁসেট করতে লাগে। গ্রামের ছুটে নামানোর পরে টাওয়ারের কলর উঠে গেল। সেখানে কিছু করে নেই বলে আমার মাগানাদি করে নিতে দেখে এলো। তারা যখন গাছের ডাল ধরে টানটানি করতে থাকে তখন হঠাৎ করে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। একটা বানর শেষে যায়। বাচ্চারা নামাভাবে লোক দেখিয়ে বানরটাকে নিচে নামিয়ে আনার চেষ্টা করে। বানরটা নিচে গেলে আমার কোনো আশ্রয় দেখাল না, বরং আরও একটু উপরে উঠে একটা গাছের ডালে পা ভুলিয়ে বসে নিশ্চয়ভাবে বাচ্চাদের নিকে তাকিয়ে রইল। বাচ্চারা তখন বানরটাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল, বানরটা ভয় পেলে বলে মনে হয় না, একটু বিরক্ত হওয়ার ভান করে তাদের নিকে মুখ খিচিয়ে গাছের আড়ালে অনুশা হয়ে গেল।

রাতুল সবাইকে নিয়ে আরেকটু এগিয়ে যায়, বনের পাছগাছালির ভেতর দিয়ে কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর হঠাৎ তারা একটা ফাঁকা জায়গায় হারিয়ে হয়। বিশাল একটা মাঠ, দেখে মনে হয় তেপালজুর ঢলে এসেছে। বহনুর পাছগাছালির সবুজ রেখা, মাঝখানে সবুজ ঢালে ওকনো গাছের টুটু-পিছু প্রারর। মাঝে মাঝে ছোট-বড় একটা-দুটি গাছ নিঃসঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝামাঝি পাভাবিহীন একটা ওকনো গাছ সমস্ত বাজ পড়ে পড়ে গেছে।

প্রাইফেল হাতে মাঝবয়সী ডানসারটি একটা ডিরির ওপর বসে দিগারেট টানতে থাকে। একটা মেটোশাপ বনভূমির নিকে এগিয়ে গেছে, কামবহনী ডানসারটি সেই নিকে এগিয়ে যায়। তার পিছু



হেলের ভাঙ্গো রেজাল্টের জন্যই তো খাটখি দিনরাত... আরও একটু বেশি পেলে তো বেশ হয়।

ওয়েব পেজ: www.4mat.com ১৯৯৪-১৯৯৬
ফোন: ০২১-২৬৬৬৬৬৬ ০২১-২৬৬৬৬৬৬ ০২১-২৬৬৬৬৬৬



পিছু উৎসাহী মানুষজন ইটিতে থাকে।

রাতুল ভেতরে যেতেরে কেমন বেন অবশ্য অনুভব করে। সে একটা গাছে হেলেন নিয়ে বসে রইল। নিজের অজান্তেই সে তুমাকে খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে খুঁজে পেল না। বাচ্চারা হোটাছুটি করে খেলছে। সে অবশ্যম্ভাব্যে তাদের নিকে তাকিয়ে থাকে। মৌটুসি এসে জিজ্ঞেস করল, 'স্পাইডার জালেক্স, সবাই বিতেরে নিকে যাচ্ছে, তুমি যাবে না।'

নাহ।

'তাহলে আমিও যাব না।'

'কেল, তুমি যাবে না কেন? যাও।'

'যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'ঠিক আছে তাহলে। বসো।'

মৌটুসি রাতুলের কাছে বসে একটা ছোট কাঠি নিয়ে মাটি খোঁজতে থাকে। একটু পর রাতুলের নিকে তাকিয়ে বলল, 'জালেক্স।'

'হলো।'

'তোমার কি মন খারাপ?'

'না না, মন খারাপ না, মন খারাপ কেন হবে?— বলতে গিয়ে রাতুল খেমে গেল। সে মৌটুসির নিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, 'হ্যাঁ মৌটুসি, আমার একটু মন খারাপ।'

'মৌটুসি বড় মানুষের মতো বলল, 'আমি বুঝতে পারছিলাম।'

তোমার কেন মন খারাপ জালেক্স?'

রাতুল বলল, 'সেটাও তো বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে এ রকম হয়। হঠাৎ করে একদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দেখি কেন জানি মন খারাপ। কোনো কারণ নাই, তবু মন খারাপ।'

মৌটুসি বলল, 'আমারও মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। যখন আশু আমাকে বকা দেয় তখন আমার মন খারাপ হয়। যখন আশু তার আশু কাপড় করে তখন আমার মন খারাপ হয়। যখন তুলে আমার মনুকা আমাকে খেলতে নেয় না তখন আমার মন খারাপ হয়।'

'মন খারাপ হলে তুমি কি করো?'

কিছু করি না। মাঝে মাঝে একটা কাঠি। তোমার যখন আশু আমাকে আমর করে না হয় আশু-আশু আর কাপড় করে না, আর করে না যখন খেলতে নেয় তখন আবার মন খারাপ হয়ে যায়। মৌটুসি কিছুক্ষণ চুপ করে রেককে বলল, 'তুমি চিন্তা করো না জালেক্স, দেখবে আবার তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে।'

রাতুল মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ কোনো কারণ ছাড়া যখন মন খারাপ হয় তখন আমার কোনো কারণ ছাড়াই মন খারাপ হয়ে যায়।'

কথাটা মৌটুসির খুব পছন্দ হলো। সে অনেকক্ষণ হি হি করে হাসল। রাতুল এক ধরনের হিসার চোখে এই ব্যক্তি ঘেঁরেটির নিকে তাকিয়ে থাকে— কত সহজে এরা কত আনন্দ পেয়ে যায়।

ঠিক তখন তাদের মাঝে নিয়ে অনেকগুলো হরিণ ছুটে যায়। মৌটুসি লম্বা নিকে উঠে দাঁড়ায়, চিৎকার করে বলে, 'হরিণ! হরিণ!'

'হ্যাঁ, হরিণ!'

'কী সুন্দর হরিণ!'

রাতুল মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ। হরিণ খুব সুন্দর। যখন মৌটুসি তখন আরও সুন্দর দেখায়।'

'হরিণগুলো কেন মৌটুসি স্পাইডার জালেক্স?'

'আমাদের দেখে মনে হয় ভয় পেয়েছে।'

'আমরা তো কিছু করি না। করছি?'

'না। কিছু করি নাই। কিন্তু বনের পত তো— তাই মানুষ থেকে মুখে থাকে।'

মৌটুসি হঠাৎ চোখ বড় বড় করে বলল, 'মনে হয় একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার খাওয়া করেছে।'

রাতুল হাসল, বলল, 'হতে পারে।'

মৌটুসি আড়ালে গলে গলে

বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করে। তার বিচিত্র নাচ দেখে অনেকেরই লজ্জা জেতে যায় এবং সবাই লাফালফি শুরু করে দেয়।

পানের বিকট সুবাসি হোক আর ব্যাভাষ্যের আনন্দোন্মাদসই হোক, জাহাজেও অনেকেরই গিটে সেমে তাদের দেখতে থাকে। প্রথমে যৌটুসি তার মা-বাবাকে টেনে নাচের আসরে নামিয়ে দেয়। তারা নাচের ভঙ্গি করে একটা নাড়াচাড়া করলেন। তখন ব্যাভাষ্য সবাইকে টেনে জানতে লাগল। কেউ কেউ বেশ আগ্রহ নিয়ে নাচার তরী করল। রাতুল সাতটা সিঁচেয়ে পান বাজাতে বাজাতে লক্ষ্য করল, ব্যাভাষ্য শামস এবং শারমিনকেও টেনে টেনে নিয়ে এসেছে। শারমিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে এক সময় সরে গেল, শামস আর গেল না, বেশ দক্ষ নৃত্যশিল্পীর মতো নাচতে থাকে। রাতুল লক্ষ্য করল, শামস নাচতে নাচতে তৃত্যাকে ডাকছে এবং ব্যাভাষ্য রাতও উৎসাহে তৃত্যাকে টেনে নিয়ে এসেছে। শামস তৃত্যার হাত ধরল এবং দু'জন বেশ সহজভাবে নাচতে লাগল। ব্যাভাষ্যের কয়েকজন হঠাৎ করে রাতুলকে দেখতে পেল এবং সম্মুখে চিৎকার করে তার দিকে ছুটে তাকে নাচের আসরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উপাধিগণি করতে থাকে।

রাতুল মাথা নেড়ে বলল, 'আমি নাচতে পারি না।'
যৌটুসি হাসতে হাসতে বলল, 'আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব আকোল। খুব সোজা।'
'তুমি শিখালেও আমি পারব না যৌটুসি। তাত্ত্বিক আমি সঠিক সিঁটে থেকে চলে গেলে এটা তাগালবে কে?'
ব্যাভাষ্য মুক্তিভরকের ধারেকাছে গেল না, বলল, 'কিছু হবে না। তুমি চলে।'

রাতুল মাথা নাড়ল, বলল, 'উঁহ, আমি যাব না।'
'কেন যাবে না?'
'আমার প্রাণও মাথা ধরেছে। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাব। বুকেহ?'

'ও... যৌটুসি কিছুক্ষণ রাতুলের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বাঁকতে আসলে শামস আর তৃত্যার দিকে তাকাল, তাদের একটা নিশ্চিন্ত ভঙ্গি দেখে গেল।
রাতুল একটুও তাকিয়ে থাকে। একটু পরে সে আবিষ্কার করে তাকিয়ে দেখেও সে কিছু দেখেছেন। কোনো কিছুই শিক তাকিয়ে কেউও যে সেটা না দেখা সম্ভব সেটা সে আগে কখনও লক্ষ্য করেনি।

ও,
ট্রলারটা জাহাজের পাশে এসে থামল, তখন একজন একজন করে সবাই জাহাজে উঠতে থাকে। আলমগীর ভাই জিজ্ঞেস করলেন, 'সবাই এসেছে?'

তৃত্য বলল, 'হ্যাঁ এসেছে। এটা লাউ ট্রিপ।'
জেরাবোলা সমুদ্রে মোহাবীর জাহাজটা নোঙর করেছে। তখন ট্রলারে করে সবাইকে কাছাকাছি একটা বীশে নামানো হয়েছে। এখানে চন্দ্রকার একটা বালুবেলা আছে, বালুবেলার পাশে গরিন জমল। সবাই সেখানে সময় কাটিয়ে জাহাজে ফিরে এসেছে, সবাইকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাত্ত্বিক ছিল। কারণ একটু পরেরি ভাটা শুরু হবে। তারা যে পথ দিয়ে ফিরে যাবে সেটা সত্ত্ব একটা চ্যালেঞ্জ, ভাটার সময় সেখানে পানি কমতে থাকে। পানি বেশি কমে গেলে সেই পথ দিয়ে যাওয়া যায় না। যারা জাহাজে আছে তারা সবাই আবিষ্কার করেছে, বনী আর সমুদ্র যেখানে একে অণ্ডের সাথে ছিলে একাকার হয়ে যায় সেখানে সবাইকে প্রতি মুহূর্তে এই জোয়ার-ভাটা নিয়ে সতর্ক থাকতে হয়।

এখানকার মানুষের জীবন জোয়ার আর ভাটার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলে।

জাহাজের একজন মানুষ জিজ্ঞেস করল, 'জাহাজটা তাহলে ছেড়ে দিই।'

আলমগীর ভাই মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ ছেড়ে দেন।'
তৃত্য বলল, 'এক সেকেন্ড। শেষবারের মতো নিশ্চিত হয়ে নিই, সবাই এসেছে কি-না। কাউকে এই বীশে ফেলে এসে সেটা ভালো হবে না।'

সে এলিক-সেলিক ডাকার, রাতুল কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, তৃত্য জিজ্ঞেস করল, 'সব ব্যাভাষ্য এসেছে?'
'এসেছে।'
'তৃত্যার?'

'জানি না, আমি খোঁজাল করিনি। একটু খোঁজাল করে সবাই সবাইকে দেখে নিলেই হয়।'

কাজেই সবাই সবাইকে দেখতে শুরু করল। হঠাৎ নাট্যকার বাতিউল্লাহ বললেন, 'শাহরিয়ার মজিনকে দেখছি না। তার কেবিনে আছেন?'

সেবা গেল কেবিনে নেই। কোনো বাথরুমে নেই। জাহাজের ছাদেও নেই। বাতিউল্লাহ বললেন, 'বীশে গিয়েই কেমন যেন ওড়া ওড়া হয়ে গেল। আচ্ছা বলল, আমি এখানেই বসত করব।'
'এখানে বসত করবেন মানে?'

'কবি মানুষ, কখন মাথায় কী আসে কে বলবে?'
ধানিকজন খোঁজাখুঁজি করে সবার সাথে কথা বলে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো, জাহাজ থেকে বীশে যাওয়ার সময় অনেকেই তাকে দেখেছে। আসার সময় কেউ দেখেনি। যার অর্থ, কবি শাহরিয়ার মজিন হীপট্যাতে রয়ে গেছেন- সে জানে হযালা বসত করে ফেলেছেন।

তৃত্য বলল, 'গিয়ে বুজ নিয়ে আসতে হবে। কে যাবি?'
রাতুল বলল, 'ঠিক আছে, আমি যাবি।'

রাতুলের সাথে একজন অন্যসার এবং আরও কয়েকজন হীপটিতে শাহরিয়ার মজিনকে খুঁজতে রাত্রি হয়ে গেল। তাকে শেষবার হীপের কোণে গিয়ে দেখা গেছে সেটা ওমে তারা ট্রলারে উঠে বসে। জাহাজের মানুষজন খুব বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমাদের কিছু খুঁজি সেরি হয়ে যাবে।' একুনি যদি রক্তমা মাটিই, সেখানে পারব না। তখন সমুদ্র ঘুরে যেতে হবে।

আলমগীর ভাই বললেন, 'কিছু আমানত তো কিছু করার বাই। একজন মানুষকে তো কেউ রেখে যেতে পারি না।'

'আপনি বুঝতে পারছেন, পুরা ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে যাবে।'
'কেন, বিপজ্জনক কেন?'

'সমুদ্রে ভুতভাঙে থাকে। যদি অতিকে যাই তাহলে মহাবিপদ।'
এমনিতেই আশংকা তাগো না-'

'তাগো না মানে?'

'বলতে চাচ্ছিলাম না। ডাকাতের উৎপাত থাকে।'

'ডাকাত?'

'জে।'

আলমগীর ভাই দৃষ্টিভিত্তি মুখে গাল চুলকালেন।

তৃত্য বলল, 'আপনি চিন্তা করবেন না। রাতুল গিয়েছে তো, সে

কিছু বের করে নিয়ে আসবে।'

রাতুল খুব মজাজেই শাহরিয়ার মজিনকে খুঁজি বের করে ফেলল। সমুদ্রের তীরে একটা বাউপাছের নিচে একটা গেট বই আর একটা

বল পয়েন্ট কলম নিয়ে বসে আছেন। তারা সবাই ছিলে তার নাম ধরে ডাকাতিক করেছে। কিন্তু এই মানুষটি এক কাছ বসে থেকেও না পোনার ভান করে বসে আছে। রাতুল শাহরিয়ার মজিনের কাছে গিয়ে তাকে ডাকল, 'সার।'
শাহরিয়ার মজিন তার দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'ও।'

'আমরা আপনাকে খুঁজছি। আপনাকে ডাকছিলাম, আপনি শোনেননি?'



বাবার কষ্টের আয়,
আমার পড়াশোনা...
আরও একটু বেশি পেলে
বেশ তো।

ওপেন রেজি-এ-ট্রান্স-এ-সফল লান্স।
ওপেন রেজি-এ-ট্রান্স-এ-সফল লান্স।

IFIC BANK

‘তবু না কেন? তুনেই?’

‘তাহলে উত্তর নিশেণ না কেন? সবাই জানবে কিছু না কিছু হয়ে গেছে।’

শাহরিয়ার মাজিন তার কথার উত্তর না দিয়ে বল শূন্যে কলমটার গোড়া কামড়তে কামড়তে নোট বইয়ের কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রাতুল একটি অধৈর্য হয়ে বলল, ‘জাহাজের সবাই অপেক্ষা করছে। আপনি গেলে জাহাজ ছেড়ে দেবে। ভাটা শুক হয়ে গেছে— এই মুহুর্তে রওনা না নিলে আমরা অটিকে যাব।’

শাহরিয়ার মাজিন বললেন, ‘উ।’ তারপর তার নোট বইয়ে কয়েকটা শব্দ লিখলেন, সেখান থেকে মনে হলো না জাহাজ ছাড়া নিয়ে তার কোনো চিন্তা আছে।

রাতুল আবার তাকল, ‘সার?’

শাহরিয়ার মাজিন এই প্রথমবার রাতুলের দিকে তাকালেন, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘কেন আমাকে বিরক্ত করছ? তুমি দেখছ না আমি একটা কবিতা লিখছি?’

রাতুল কী বলবে বুঝতে পারল না। একজন মানুষ যে এক রকম হতে

‘আমি জানি না। এরা পেলিগ্রেট মানুষ, আমি এর মাঝে সুইজন্সকে খাটিয়ে বিপদের মাঝে আছি। তিন মন্থরকে খাটিতে পারব না।’

‘তাহলে?’

‘তোমরা নিয়ে বলে দেখো।’

‘বলব?’

‘আমাকে জিজ্ঞেস করো না। আমি এর মাঝে নেই।’ বলে রাতুল অন্য একটা ছাউণায়ে হেলান দিয়ে বসে গেল। সামনে বাতুলবেলা, দূরে সমুদ্র, পরিষ্কার নীল আকাশ। সেখানে কয়েকটা গাছচিল উড়ছে। এ রকম একটা জায়গায় এসে কবি শাহরিয়ার মাজিনের ভাব এসে যাবে তাতে অবাক হওয়ার কী আছে?

ছেলেটি শাহরিয়ার মাজিনকে ওঠার কথা বলে একটা গ্রাম হামক খেয়ে মুখ কাপো করে ফিরে এসে বলল, ‘চলো ফিরে যাই।’

‘ফিরে যাব?’ রাতুল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘না নিয়ে?’

হ্যাঁ, যেতে না চাইলে তো আর জোর করে নিতে পারি না।’

‘তোমাদের কারও কাছে মোবাইল আছে?’ থাকলে তুমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করো এখন কী করব? আমার মোবাইলে চার্জ নেই।’ একজননের মোবাইলে নেটওয়ার্কের হালকা একটা চিহ্ন দেখা



আমার কবিতা

পারে সে কল্পনাও করতে পারে না। মরিয়া হয়ে বলল, ‘আপনি জাহাজে নিয়ে সিঁধে—’

শাহরিয়ার মাজিন চোখ পাকিয়ে রাতুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ছেলে, আমি তোমার ঠিকতা দেখে হতভাক হয়ে যাছি। তুমি কবি শাহরিয়ার মাজিনকে বলছ সে কোথায় কবিতা লিখবে?’

রাতুল দুই হাত তুলে শিথিয়ে গেল, শাহরিয়ার মাজিন আবার তার নোট বইয়ের ওপর কুঁকি একটা শব্দ লিখলেন, তার মুখে একটা সরসির ছাপ পড়ল।

আনসার মানুষটি রাতুলের দিকে তাকিয়ে ইমিত করে জানতে চাইল, ‘কী হচ্ছে?’

রাতুল ইমিতে জানাল— সে কিছু জানে না।

আনসার মানুষটি তখন রাতুলকে তাকে এক পাশে নিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘মাখার গোলমাল আছে?’

রাতুল ফিসফিস করে বলল, ‘বিখ্যাত কবি। কবিতা লেখার ভাব এসেছে।’

‘জাহাজে যাবে না?’

‘মনে হয় না।’

‘জোর করে ধরে নিয়ে যাই? আমি একদিকে ধরি, আপনি অন্যদিকে ধরেন।’

‘মাখা ঘরাণ? এরা পেলিগ্রেট মানুষ, এসেদরকে খাটিতে হয় না।’

‘কিছু—কিছু?’ আনসার মানুষটি কী বলবে বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে রাতুলের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাতুলের সাথে আরও দু’জন এসেছে। তারা রাতুলের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘এখন কী করি?’

গেল। কয়েকবার চোঁচা করার পর তুমি ফোন ধরল, ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘জাহাজে কী হয়েছে? পাওয়া যায় নাই?’

‘পাওয়া গেছে। কিন্তু সার আসতে চাইছেন না।’

‘তুমি অবাক হয়ে বলল, ‘আসতে চাইছেন না মানে?’

‘আসতে চাইছেন না মানে আসতে চাইছেন না।’

‘কেন?’

‘সার কবিতা লিখছেন। মনে হয় কবিতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসবেন না।’

‘তুমি অধৈর্য হয়ে বলল, ‘তোরা বুঝিয়ে বলসনি?’

‘বলা হয়েছে। রাতুল অনেক চেষ্টা করেছে—’

‘রাতুল কোথায়? ফোনটা রাতুলকে দে।’

রাতুল ফোন ধরে বলল, ‘বলো তুমি।’

‘তুমি টের পাচ্ছিস কী হচ্ছে? আমাদের ছাড়তে দেরি হলে ভেতরে ঢুকতে পারব না। সমুদ্রে আটকা পড়ব।’

‘জানি।’

‘তাহলে? ওনাকে নিয়ে আসছিস না কেন?’

‘আমি চেষ্টা করছি। লাভ হয় নাই। আমার সাথে খুবই খারাপ বাবহার করছেন। কিন্তু আমি যেহেতু ফালতু ভলাকিয়ার পেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।’

‘তাহলে?’

‘এখন একটা উপায়।’

‘কী?’

‘জোর করে ধরে আনা। কিন্তু আমাদের লিখিতভাবে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে। পরে আমাদের বলবি ফালতু ভলাকিয়ার হয়ে তোদের

কাপড়গুলো বদলাতে দরকার। সমস্যা হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে এসেছে সঙ্গে পরিচায়ক দূরে থাকুক, যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় নেই। 'জাহাজের ওপর থেকে ভাইটি নিয়ে...' রাতুল তলস শামস বলছে, 'কত মিট হবে মনে হয়? তিরিশ ফুট? আমার পারসোনাল রেকর্ড পঁচাত্তর ফুট। আমার ইউনিভার্সিটিতে অলিম্পিক মাইজ সুইমিংপুল আছে সেখানে আমি ভাইটিং প্র্যাকটিস করি।' রাতুল এবারও কথা বলল না, সে ঠের পেতে শুরু করেছে এই মানুষটির কিছু মৌলিক সমস্যা আছে। সে শীতে ঠকত করে কাপড়ের কাপড় উপর উঠতে থাকে। শামসও শিখন শিখন আসে, 'তোমার ই-মেইল আন্ড্রেস দিও, আমি ফেল করে দেন। হাই রিজোলিউশন ছবি, ব্যাগো খেতে শিখলেন।' রাতুল এবারও কোনো কথা বলল না। শামস হাসার ভঙ্গি করে বলল, 'এই ছবিগুলো রেখে দিও। তোমার গার্লফ্রেন্ডকে ইমজেন্ড করতে পারবে।' রাতুল এবার ঘুরে শামসের দিকে তাকাল, শীতল গলায় বলল, 'আমি আমার গার্লফ্রেন্ডকে ইমজেন্ড করার জন্য ছান থেকে পানিতে লাফ নেই নাই। ব্যাটারিকে ব্যাটারের জন্য লাফ দিবেলিয়ার। এ ছবিগুলো আপনি আপনার কাছে রেখে দেন। আপনার গার্লফ্রেন্ডকে দেখাবেন আপনি কত সুন্দর ছবি তুলতে পারেন।' রাতুল খখন শীতে ঠকত করে কাপড়ের কাপড় উপর উঠতে গেল তখন শামস মনে মনে ঘরতে ঘরতে বলল, 'বেয়ালপ হেগো।' রাতুল অবশি কথারি কনতে পেল না। রাতুলকে সন্তান একটা ট্রাইজার মিল। গিটি মিল একটা টি-শার্ট। রেজা কাপড়গুলো শুকতে নিয়ে রাতুল তার বিছানার চান্দরটা গায়ে নিয়ে গিয়ে গিয়ে দেবারে গেল সেখানে প্রচণ্ড উত্তেজনা। ন্যাকার ব্যাটিল্লাহ আর কবি শাহরিয়ার মাজিন প্রচণ্ড বগড়া করছেন। বগড়াটা শুরু হয়েছে এবারে। শাহরিয়ার মাজিন ব্যাটিল্লাহকে বলছেন, 'অনেকদিন পর আজকে একটা ভালো কবিতা লিখছি।' ব্যাটিল্লাহ কোনো উত্তর দিলেন না। শাহরিয়ার মাজিন বলছেন, 'প্র্যাকটিকাল শব্দ মুখ্য, একটার সাথে আরেকটা ফিল্মিং।' ব্যাটিল্লাহ তখনও কোনো কথা বলেছিল। শাহরিয়ার মাজিন বলছেন, 'এই জাহাজে আমার কবিতা অনুধাবন করার কেউ নেই। আপনি হয়তো একটা বুকতে পারবেন। পড়ে পোষাব।' ব্যাটিল্লাহ তখন বগেছেন, 'আপনার কবিতা পড়িয়ে দত্তা পেলিদের মতো করে আপনার হয়ে দিয়ে ঢুকিয়ে দেন।' তারপরই বগড়ার সূত্রপাত। শাহরিয়ার মাজিন ব্যাটিল্লাহকে তেজসেবন অগ্নি, ইতর, অস্ত্র এবং বর্ষর। ব্যাটিল্লাহ শাহরিয়ার মাজিনকে তেজসেবন উজান, বাগধিলা, প্রত্যেক এবং তুয়া, তার জন্য পুরো জাহাজ ভুবোচর বীকা হয়ে অটিকে আছে এবং এখন থেকে কখন তারা ফুটতে পারবেন তার কোনো গ্যারান্টি নাই। ব্যাটিল্লাহ মনে করিয়ে দিলেন ওখ যে জাহাজ অটিকা পড়ছে তা নাই, আরেকটু হল একটা বাজা পানিতে তুলে ভেঙ্গে যেত। রাতুলকে দেখিয়ে বলছেন, 'এই ছেলোটা ছিল বলে ব্যাটারি জানে বেঁচে গেছে।' রাতুল বগড়াটা খুবই উপভোগ করছিল কিন্তু সবাই মিলে দু'জনকে জালানো করে দিল। রাতুল তখন শায়কে খুঁজে বের করল, নেভালগর ডেকে সে কাল ফুটি নিয়ে বসে আছে। মৌটুসি, টুঙ্গা, টুলু এবং অন্য সব ব্যাক্তা তাকে খিরে বসে আছে। তুয়াও দেখাবে আছে, শার ফৌস ফৌস করে কান্দছে, তুয়া তার গায়ে-খায়া হাত বুলিয়ে নিয়ে লাভনা দিচ্ছে। শার ফৌস ফৌস করে কান্দতে কান্দতে বলল, 'বাসায় যাব। আশুর কাছে যাব।' তুয়া বলল, 'এই তো আর একদিন, তারপর বাসায় শৌছে যাব।' শার বলল, 'জাহাজ অটিকে গেছে। আশুরা

আর কোনোদিন বাসায় যেতে পারব না।' তুয়া বলল, 'কে বলছে পারব না? শুনছ না জাহাজের ইঞ্জিন চলছে। চেষ্টা করছে ভুবোচর থেকে ফুটিয়ে আনতে।' 'পারবে না। কোনোদিন পারবে না।' শার কান্দতে কান্দতে বলল, 'আমাদের সারাজীবন এইখানে থাকতে হবে।' তুয়া বলল, 'না শার। সারাজীবন থাকতে হবে না।' রাতুল বলল, 'জাহাজের ইঞ্জিন যদি ছোঁটোতে না পারে তাহলে আমাদের ওখ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। যখন জোয়ার আসবে তখন জাহাজ এমনিতেই ফুটে যাবে।' শার বলল, 'সত্যি?' রাতুল হাসল, বলল, 'আমি কি কখনও তোমাদের মিথ্যা বলেছি?' শার মাথা নাড়ল, বলল, 'না। বল নাই।' 'তাহলে?' শারর মুখে এবারে একটু খাঁশ হাসি ফুটে ওঠে। টুঙ্গা রাতুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শাহিভার আকেন।' 'বল।' 'তুমি যখন জাহাজ থেকে ভাইটি নিয়েছ আমি সেটা দেখি নাই।' অন্য সবাই আনশে চিৎকার করে ওঠে, 'আমরা দেখছি। আমরা দেখছি।' টুঙ্গা বলল, 'তুমি আরেকবার ভাইটি নেবে? প্রিজ। প্রিজ। মাত্র একবার।' রাতুল হাসতে থাকে, 'বলে, দুঃ। এত উচ্চ থেকে ভাইটি দেওয়া সোজা নাকি?' আর পানি কী ঠাণ্ডা, তাই না শার?' শার মাথা নাড়ল। টুঙ্গা বলল, 'শায়কে তোমার জন্য তো দিয়েছ।' 'তখন কি এতকিছু চিন্তা করেছি নাকি?' মৌটুসি টুঙ্গাকে ব্যাটা নিয়ে বলল, 'তুমি যদি পানিতে পড়ে যাস তাহলে শাহিভার আকেন আবার ভাইটি দেবে। তাই না আকেনল?' রাতুল চোখ কান্দলে তুলে বলল, 'রক্ষা কর। কারও পানিতে পড়ে যাওয়ার দরকার নেই, আমার ভাইটি দেওয়ার দরকার নেই।' 'তুলে নে না। পড়েও একশ রকম মজা করা যায়। বুকেছ।' তুয়া উঠে লাড়ল, রাতুল তখন ইটিতে ঢুক করে। তুয়া শিখন থেকে ঢাকনা 'রাতুল' রাতুল পাড়ল, 'আ' 'য্যারে রাতুল।' 'কেন?' 'শায়কে পানি থেকে তুলে আনার জন্য।' রাতুল কোনো কথা বলল না। তুয়া তলস, 'তুমি না থাকলে কী হতো?' 'অন্য কেউ তুলে আনত। এই জাহাজেই অনেক এক্সপার্ট সুইমার আছে তারা অলিম্পিক মাইজ সুইমিংপুলে অনেক উপর থেকে ভাইটি নিতে পারে।' 'কে?' 'তারা আমার মতো ফালতু মানুষও না। তারা সেলিব্রেটি।' তুয়া কিছুক্ষণ হির চোখে রাতুলের দিকে তাকিয়ে থেকে শীতল গলায় বলল, 'রাতুল তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস? তুমি আমাকে খোঁজা না নিয়ে কথা বলতে পারিস না?' রাতুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আই এম সরি তুয়া। আই এম রিয়েলি সরি। আর কখনও তোকে খোঁজা নিব না।' 'আপলে হয়েছে কী-?' 'কী হয়েছে?' রাতুল মাথা নাড়ল, বলল, 'না কিছু না।' 'বল কী হয়েছে।' 'না। বলার মতো কিছু হয়নি। আমি তো একটা পাখা টাইপের মানুষ সেটাই হচ্ছে সমস্যা।' 'আজ্ঞে আজ্ঞে ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোকে কথা দিচ্ছি।' রাতুল সিঁড়ি নিয়ে ছানে উঠে যায়, তুয়া কিছুক্ষণ



পরীক্ষায় ভালো ফলের চেষ্টা থাকবেই...
আরও একটু বেশি পেনেলে
বেশি ভালো হয়।

এই পেনেলে এ-টুই-এস পেনেল আছে।
পেনেল খরচ বেশ কম ০১২৩৫৪৩২৬৪ মাত্র।

IFIC BANK

হাজারো গেলিই আমারে দোষ দেয়। বলে আমি চুরি করছি। আমারে মারে।
এই প্রথম সে একটা কথা বলল, যেটা মানিকটা হলেও সত্যি।
শারমিন অস্থির সাথে নড়েচড়ে বলল। নসু ডাকাত চোখ লাল করে বলল, 'কোনজন মারে? আমারে দেখা। লাখি মেয়ে সবুজে ফেলে দেই।'
রাজা বলে থাকে সবাব নিকে চোখ বুলিয়ে বলল, 'এখন ওস্তাদ ভিন্ডতে পারবু না। বড়লোকের হাওরাদানের সবাইকে একরকম লাগে।'
নসু ডাকাত বলল, 'সে কথা সত্যি। বড়লোকদের চেহারা এক রকম, স্বভাবভিন্ন এক রকম।'
রাজা বলল, 'ওস্তাদ।'
'কী?'



'আমনার যদি কিছু লাগে আমারে বলবেন।'
'তোকে বলব? তুই কি করবি?'
'এই ধরনে যদি চা-নাড়া খেতে চান। এইখানে চা-নাড়ার খুব ভালো ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমারে খেতে দেয়া না।'
'না। না। এখন তুই নিশ্চিত মনে না। কোনো কিছু ভিন্না নাই।'
'জে। বাবু।'
নসু ডাকাত আবার অন্যদের নিকে মন দিল। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একটা ডাকাতের হাত থেকে একটা বস্তা আর দুইটা পলিথিনের ব্যাগ নিয়ে বলল, 'এখন আমার লোকজন মালসামান টাকা-পয়সা গয়নাপাতি নেওয়ার জন্যে তোমাদের কাছে যাবে। এই বস্তাটা হচ্ছে মালসামানের বস্তা। মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, ঘড়ি, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, বাজনাবাজ শোনার হেডবন্ড ক্যাসেট প্লেয়ার, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যা আছে সব এই বস্তার কাছে দিবা। খরদার কেউ কিছু দুকর্যা রাখা না। যদি আমি টের পাই কেউ কিছু দুকর্যা রাখা সাথে সাথে গুলি। মনে থাকবে? সবাই মাথা নাড়ল, জবাব যে মনে থাকবে। নসু ডাকাত তখন পলিথিনের দুইটা ব্যাগ তুলে বলল, 'এই দুইটা হচ্ছে সোনালনা আর টাকা-পয়সার ব্যাগ। মা-বোন ভোমরা তোমাদের গয়নাপাতি এখানে দেবে। হাজার চুরি, কাপের দুল, গলার নেকলেস কিছুই রাখ দেবে না। আজকাল অবিশ্যি পুরুষ মানুষও গয়না পরে। গলার মালা গহনা, কানে দুল পরে। তোমাদের মাকে যারা পুরুষ মানুষ গয়না পরে আর গয়না খুলে দিবা।'
নসু ডাকাত তখন

আরেকটা ব্যাগ দেখিয়ে বলল, 'এইটা হচ্ছে কাশ টাকার ব্যাগ। যার পকেটে যদি যাগে হাত টাকা আছে সব এই ব্যাগে। গ্রিক আছে?'
কেউ কোনো কথা বলল না, নসু ডাকাত সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। তিনজন ডাকাত একটা বস্তা আর দুইটা পলিথিনের ব্যাগ নিয়ে রিনিমশত, ফেলো-গহনা আর মনিব্যাগ থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে শুরু করল। মহিলারা ধীরে ধীরে ফেলে তাদের কানের দুল, হাতের চুড়ি খুলে দিতে লাগলেন, ছোট একটা ব্যক্তা মেয়ের গলা থেকে মালাটা খুলে দেয়ার সময় সে হুশিয়ে কৈয়ে উঠল। শামসের মাঝি ক্যামেরাটা নেবার সময় ডাকাতগুলো খুশি হয়ে উঠল, নসু ডাকাতকে দেখিয়ে বলল, 'ওস্তাদ! মালদার পাতি। মাঝি ক্যামেরা।'
নসু ডাকাত বলল, 'হবি ওঠে?'
শামস মাথা নাড়ল। নসু ডাকাত জিজ্ঞেস করল, 'হবি দেখা যায়?'
শামস আবার মাথা নাড়ল। নসু ডাকাত তখন তার কাটা রাইফেলটা খাড়ে নিয়ে বীরবাক্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোল আমার হবি, ভালো না হলে কিন্তু জবাই করে ফেলবু।'
শামস বেশ কয়েকটা হবি তুলল, নসু ডাকাত হবিগুলো দেখে বেশ খুশি হলো। শামসের পিঠে থাকা দিয়ে সে ক্যামেরাটা নিয়ে নিজের ঘাড়ে তুলিয়ে ফেলল। তাকে তখন অত্যন্ত বিচিৎ দেখাতে থাকে। কবি শামসিয়ার মাঝিদের মনিব্যাগ থেকে টাকা বের করার সময় আবার একটা ক্যামেরা হলো, সেখানে একটা মহিলা পক্ষাণ টাকার বেটি এবং দুইটা বিশ টাকার বেটি। ডাকাতটাই খেপে গিয়ে বলল, 'আর কিছু নাই?'
শামসিয়ার মাঝি মাথা নাড়লেন, 'জে না। নাই।'
'অস্তিরী পুত্র! হোর পকেটে একশ টাকাও নাই?'
শামসিয়ার মাঝি মাথা নিচু করে বসে রইলেন। ডাকাতটাই রাইফেলের গোলা দিয়ে তাকে মারতে গেল, শামসিয়ার মাঝি হাত তুলে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে করতে হেউ হেউ করে কৈয়ে উঠলেন, 'আপনালো আত্মার কসম লাগে আমারে মারবেন না। আপনালো পারবে ধরিবাব্বান যের আমারে মারত করুন। আমি নিদান মানবু-'
শামসিয়ার মাঝি নসু ডাকাতের কাছে গেল, 'ডাকাতটাই তাকে খেউ নিয়ে পরের ভনের কাছে গেল।'
কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই কাছ থেকে যা কিছু নেয়ার মতো সব নিয়ে নেয়া হলো। ডাকাতগুলো পুড়ি বেধে নেতলো নিয়ে উপরে উঠে যায়। যাবার আগে চারিফকের তেরশমের পর্যাগলো টেনে লিা যেন বাইরে থেকে কেউ ভিতরে দেখতে না পারে।
নসু ডাকাত যাবার আগে উপরে ওঠার সিদ্ধিতে দাঁড়িয়ে একটা হুমকি দিল, 'যবরদার কেউ কোনো রকম উদ্দাপলতা কাজ করবা না। এইখানে সবাই চুপচাপ বসে থাকবা। কোনো কথাবার্তা নাই, কোনো গোলমাল নাই। আমরা উপরে আছি, যদি গুলি দিতে গোলমাল, কলহাওয়া তাহলে কিন্তু খুন করে ফেলব।'
সবাই চুপ করে রইল। নসু ডাকাত আবার বলল, 'মনে থাকে যেন, আমি কোনো গোলমাল চাই না। ছোট গোলাশাসরা যেন ট্যা ফু না করে। আমি কিন্তু গোলাশাসনের কার্যাকাটি সহ্য করি না।'
নসু ডাকাত সিঁটি দিয়ে আরও দুই পা উঠে আরও একবার দাঁড়াল, বলল, 'এইখানে একজন বান্দুকে নিয়ে পাহারাদা থাকবে। সাবধান।'
নসু ডাকাতের শিশু শিশু রাজাও উপরে উঠে যাবার চেষ্টা করলি,

অন্য ডাকাতগুলো তাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও নসু ডাকাত হাত নেড়ে তাকে আসতে অনুমতি দিল।
উপরে উঠে রাজা সাবধানে একবার চারদিক ঘুরে এলো। শায়ে ঠিকই মাটার খালি সবাইকে হাত-পা বেঁধে খিড়ি ঘরে তালো মেঝে রেখেছে।
কেবলের হাতেকটা রুম খোলা, ভিতরে সব কিছু তখনই হয়ে আছে। ডাকাতের লম তেজের মাকামাঝি বসে নিজ থেকে

পরীক্ষার ভালো ফলের চেষ্টা থাকবেই...
আরও একটু বেশি পেলে
বেশি ভালো হয়।

এই গণ্ডে ০৬-১১১১১১১১ নম্বর কল করুন।
এই গণ্ডে ০৬-১১১১১১১১ নম্বর কল করুন।

IFSC BANK

‘কী করবে?’

‘এখন প্রসন্ন করবেন না স্যার, আমাকে সেন।’

‘তুমি কী করবে? পরে আমি বিপদে পড়ব।’

‘আমরা সবাই বিপদে পড়বে না। এত থেকে বেশি বিপদের মাঝে পড়া সম্ভব না।’

বাউট্রায়ার খুব অনিচ্ছার সঙ্গে ট্যাবলেটগুলো বের করলেন। রাতুল সাবধানে হাতে নিয়ে বলল, ‘কতটা খেলে একজন খুব তাড়াতাড়ি মুমিয়ে পড়বে?’

‘সেটা মানুষের সাজিয়ে উপর নির্ভর করে।’

‘সামান্য সাজ।’

‘মুইটা। দশ মিনিটে আউট হয়ে যাবে।’

‘ওমূহুরে কোনো গন্ধ আছে? হাস?’

‘হাকবে না কেন? যে কোনো ওমূহুরে গন্ধ থাকে, হাস থাকে।’

‘বেশি, না কম?’

‘বেশি-কম এই শব্দগুলো খুবই অপেক্ষিক।’

‘আহ।’ রাতুল বিরক্ত হয়ে বলল, ‘কতকালি কিছু আছে কি না-’

‘মনে হয় নাই। কিন্তু লং টাইম রি-স্প্রাকশন-’

রাতুল আর কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করল না। সাবধানে রাজার কাছে হাজির হলো। রাজা সাত কাশ চা তৈরি করছে। রাতুল বলল, ‘আট কাশ বানাও।’

‘আরেকটা কেন?’

‘তোমার জন্য। তুমিও খাবে।’

‘কেন?’

রাতুল দুটো দুটো ট্যাবলেট গুঁড়ো করে চায়ের কাপে নিয়ে বলল, ‘ওনেক বিশ্রাম করানোর জন্যে। ওগুলো ঘুমের ওষুধ, দশ মিনিটের মধ্যে মুমিয়ে পড়বে।’

‘রাজার চোখ উন্মুল্ল হয়ে ওঠে।’ ‘সত্যি?’

‘হ্যাঁ। যদি খাওয়াতে পার।’

‘আমি খেলে আমিও মুমিয়ে পড়ব?’

‘হ্যাঁ। কারোই তুমি খাবার জন্যে হবে। এক-দুই চুমুক খাবে, বেশি না।’

‘কিন্তু আমি?’

রাতুল স্লিক-সেনিকে ডাকিয়ে নিচু দলদল বলল, ‘কতটা যদি ওমূহুরে গন্ধের কথা বলে তাহলে বলবে, পানি বিতর্ক করার ট্যাবলেট নিয়ে আমরা পানি খাই। সেই জন্যে পানিতে ফ্রেগ্রেন্সের গন্ধ। বুকে?’

‘বুকে? ফ্রেগ্রেন্স?’

‘হ্যাঁ, ফ্রেগ্রেন্স।’

রাতুল তখন বাজ থেকে নতুন বিস্কুটের প্যাকেট বের করে নিল, কলা নিল, চানাচুরের প্যাকেট নিল। দিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ। এখন সবকিছু নির্ভর করছে তোমার উপর। যদি বুকেতে পারে ঘুমের ওষুধ নিয়ে চা এনেছ তাহলে তোমাকে কিছু খুন করে ফেলবে।’

‘জানি।’

‘ভয় করছে?’

‘না। আমার ভয় করে না।’ রাজা দাঁত বের করে হাসল, ‘আমার মা আমার মাঝার হাত নিয়ে মোচড়া করে নিচ্ছে, আমার কখনো বিপদ হবে না।’

রাতুল একটু হিসেব অনুভব করে, রাজার মতো সেও যদি বিশ্বাস করতে পারত যে তার

কখনো কোনো বিপদ হবে না!

রাজা চায়ের কাশ, বিস্কুট, কলা, চানাচুর সবকিছু ডোকার গুপের রাখল। সাথে সাথে ডাকাতগুলো গোয়ালে খেতে শুরু করে। কয়েকজন চায়ের কাশ টেনে নিয়ে চুমুক দেয়। রাজা চোখের কোনো দিয়ে লক্ষ্য করে, একজন একবার ভুল ভুলকে চায়ের দিকে তাকাল। তারপর আবার চুমুক নিল। তারপর খেতে

থাকল।

নসু ডাকাত চায়ে চুমুক নিয়েই ভুল ভুলকে বলল, ‘চায়ে ওমূহুরে গন্ধ কেন?’

‘পানি।’ রাজা হতভম্ব করে বলল, ‘এরা পানির মাঝে ওমূহুর নিয়ে খায়, সেই ওমূহুরে গন্ধ।’

‘কিসের ওমূহুর?’

‘পানি বিতর্ক করার ওমূহুর। একজনের শেটের অসুখ হয়েছিল, তখন থেকে পানিতে এই ওমূহুর দেয়। পানির মাঝে ওমূহুরে গন্ধ।’ নসু ডাকাত আবার চায়ের কাপটা ঠুকে মাথা বেয়ে রেখে দিল।

রাজা জিজ্ঞেস করল, ‘খাবেন না ওজন?’

‘নাহ।’

‘আমি আপনারটা খাই?’

‘খাবি? হ্যাঁ। ওমূহুরে গন্ধ ওয়ালো চা যদি খেতে চান, তাহলে খাবি।’

‘আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।’ বলে রাজা চায়ের কাপ নিয়ে শব্দ করে চুমুক নিল। চাটা খেলো না, মুখে রেখে নিয়ে পরের বার চুমুক নেয়ার সময় বের করে নিল।

সাতজন ডাকাতের মাঝে গুপ চারজন চা খেলো। নসু ডাকাত গন্ধের জন্যে খেলো না। যদি আর কোনো মজন ডাকাতটা চা খাওয়ার চেষ্টা করল না। তারা নাকি চা খায় না।

চা-নাভা খেয়ে ডাকাতগুলো উঠে দাঁড়াল। কটা ব্রাইফেলটা একবার পরীক্ষা করে নসু ডাকাত বলল, ‘আজ ঘাই।’

সিঁড়ি দিয়ে যখন সাতজন ডাকাত বেমে এলো তখন নিচে আবার একটা ভয়াবহ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। যারা নিচু গলায় কথা বলছিল তারা সবাই কথা বন্ধ করে খেয়ে গেল। রাতুল রাজার দিকে তাকাল, সে নিশ্চয়ে শিখনে নেমে এসেছে। রাজা সাবধানে চারটা

আঙুল দেখাল, রাতুল অনুমান করে বেন চারজন চা খেয়েছে। তার মনে ভিগলান খায়নি। তার মনে ভিনকন ভয়ঙ্কর ডাকাত এখনও রয়ে গেছে। রাতুল বুকের ভিতরে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে। সে ডাকাতদের মুখে দিকে তাকিয়ে অনুমান করার চেষ্টা

করল কারা মুমিয়ে পড়বে, কির বুকেতে পারল না। ওমূহুরে গন্ধ হতে আরও দুইটা চোখ মনে হল।

নসু ডাকাত কাশ তুলে কপে তাকিয়ে চাকলে চানাচুরগুলো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ‘হ্যাঁ। শোনাশোনা। এত জড় একটা জাহাজ, এতজনো ব্যুলোক মানুষ- ফালসামান, খলনাগাট, টাকা-গাটনা ওনে দেখি কিছুই না। যেন হা সব ডাকাতের পুত জাহাজে উঠে এসেছে।’

হঠাৎ করে তার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। নসু ডাকাত ধঁত কিছুমিড করে বলল, ‘এত কম টাকার আমি রাজি না। আমি তাই তোমার কষ্টটাকে ধরে নিয়ে যাই। বিশ লাখ করে টাকা নিলে আমি ছেড়ে দেব।’

‘মাত্র বিশ লাখ?’

নিচে বসে থাকা সবাই আতঙ্কের একটা চিৎকার করল। নসু ডাকাত সাথে সাথে তার কপুটটা টুঁ করে বলল, ‘খবরদার। একটা কথা না।’

জাহাজের নিচে আবার নৈশলক্ষা নেমে আসে। নসু ডাকাত নিচে বসে থাকা আতঙ্কিত মানুষগুলোর দিকে তাকাল। তার প্রথম পছন্দ হলো পারদিনকে। আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, ‘এইটা।’

পারদিন, তার সাথে অনেক আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। নসু ডাকাত চিৎকার করে

বলল, ‘খবরদার, কোনো শব্দ না। খুন করে ফেলব।’

শারদিনের মন তবুও চিৎকার করে অনুদায়-বিনু-নায় করতে থাকে। কিন্তু কোনো লাভ হলো না।

দু’জন ডাকাত গিয়ে শারদিনের দুই হাত ধরে টেনেছিটকে নিয়ে আসে। নসু ডাকাত এরপর পছন্দ

করল পীতিকে- সবায় শেষে তুমাকে। দু’জন করে ডাকাত এক

একজনকে ধরে



হেলের ডাঙো রেজাল্টের জন্যই
তো খাটছি দিনরাত... আরও
একটু বেশি পেলে তো বেশ হয়।

এই দেশে এই দেশে এই দেশে
এই দেশে এই দেশে এই দেশে

IFIC BANK

তুমাকে বেঁধে রেখেছে। তাদের চেয়ে কালো কাশু নিয়ে বাঁধা বলে তারা কিছু দেখতে পাত্থে না। রাতুল সামান্যে পিঠান দিয়ে ওপরে উঠল। রাজাকে টালাবার মনে ওইয়ে রেখে পা নিয়ে তাকে চেপে ধরে রেখেছে। এক হাতে কটা রাইফেল অন্য হাতে হাল ধরে টালার চাবি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নসু ভাকাত তাকে দেখেছে না, রাজা তাকে দেখতে পেল আর সাথে সাথে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। রাজা নিঃশব্দে রাজাকে ইঙ্গিত দিল। তারপর দুজন একসাথে নসু ভাকাতকে আক্রমণ করল। রাজা হ্যাঁচকা টানে রাইফেলটা টেনে নিয়ে তার দু'পা নিয়ে নসু ভাকাতের দুই পায়ের মাঝে প্রচণ্ড একটা লাথি মারে। কিন্তু বুকে ওঠার আগেই রাতুল তার সর্বাঙ্গি দিয়ে নসু ভাকাতের মুখে একটা ঘুরি মারল। নসু ভাকাত অবাক হয়ে পিছনে তাকাতোই রাতুল আবার সর্বাঙ্গি দিয়ে তার মুখে আরেকটা ঘুরি মারল। হাল থেকে হাতটা ছুটে যেতেই টালারটা ঘুরে যায়। আর তালা হারিয়ে নসু ভাকাত পালিয়ে পড়ে যায়।

রাজা তখন আনন্দে একটা ডিম্বকার করে ওঠে। রাতুল হাসটা ধরে পানির সিকি তাকাল। নসু ভাকাত পালিয়ে পড়ে ভুলে যাবার মানুষ না। খাতের পিঠাই উঠে যাবে। কোথায় উঠবে সেটাই সে দেখতে চায়।

টলাটা তখন জাহাজের কাছাকাছি চলে এসেছে। গ্রিক তখন রাতুল এক কলকার জন্যে নসু ভাকাতকে দেখতে গেল। পানির ওপর মাথা তুলে একবার নিশ্বাস নিয়ে আবার ডুবে যায়, মনে হয় তাকাতের সামনেই সিকি যাচ্ছে। নিচে বেঁধে রাখা ভিনজেনকে খুলে দেওয়ার পরকর। কিন্তু রাতুল উঠির মুখে পানির সিকি তাকিয়ে থাকে। টালারটা জাহাজকে স্পর্শ করার সাথে সাথে রাতুলের মনে হালো নসু ভাকাতকে সে আরও একবার দেখতে পেরেছে। জাহাজের নোমর ধরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। সে লাফ নিয়ে জাহাজে নেমে ডিম্বকার করে বলল, ভাকাত! নসু ভাকাত। তারপর সে সামনের সিকি ছুটে যেতে থাকে।

গ্রিক তখন পানসকে দেখে গেল। সে শব্দ নিয়ে টালারে উঠে রাজার হাত থেকে নসু ভাকাতের কপাল রাইফেলটা নিয়ে একটা রাইফেলচক হুপি তুলে ধরল। তারপর ডিম্বকার থেকে দেখে দেখে রাজা তিনটি মেয়েকে ধরে নিয়ে থাকে। পানি মুখে ধলে, মেয়েরা, তোমাদের আর কোনো ভা নেই। অন্ধিত হয়ে, তুমি তোমাদের কোনো ভা নেই। তুমি অন্ধক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে?' কেমন করে আমাদের উদ্ধার করলেন?

শামস কটা রাইফেলটা ছাড় দিয়ে নাইকীয়ভাবে বলল, 'সে অনেক বড় কান্ট্রী! আশুভত কোনে রাখো, তোমাদের কোনো ভা নেই। আমি আমি।'

গীতি ঘুপিয়ে কেঁদে উঠল। শামস তার মাথায় হাত বুলায়ে বলল, কীভাবে কেন বোকা মেয়ে! আমরা থাকতে তোমাদের নিয়ে যাবে-সেটা কি হতে পারে?

শামস যখন ভিনজেনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসছে এবং বজার ভেতর থেকে উদ্ধার করা আমি কামেরাটি নিয়ে নিজেনে হাবি তুলছে, রাতুল তখন জাহাজের সামনে নসু ভাকাতকে খুঁজছে। তার সঙ্গে নসু ভাকাতকে খুঁজতে যারা এসেছে সবাই রেলিংয়ের ওপর থেকে মুখ নিতে করে তাকিয়ে আছে। নসু ভাকাতকে কোথাও দেখা যায়ছে না। কিন্তু রাতুল জানে, সে আশপাশে কোথাও আছে। রাতুল বেঁটে বেঁটে এককোরে সামনে এসে যখন নিতের দিকে তাকিয়েছে গ্রিক তখন সে

পিছনে একটা শব্দ ওনারে পেল। মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকাতোই সে দেখে নসু ভাকাত হাতে একটা রত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড আক্রমণে সে রাতুলের ওপর কাঁপিয়ে পড়ল। রাতুল বিহ্বল বেগে পাশে সরে গিয়ে কোণাভাবে নিজেকে রক্ষা করল। নসু ভাকাতের সাথে মারামারি করার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু অন্যরা আসার আগে তার নিজেকে রক্ষা করতে হবে। কয়েকে পড়ার সম্ভা

সে কিছুদিন তাইকোরাজো রাস করছিল। রেক বেণ্ট পর্যন্ত গিয়ে যেমে যেতে হয়েছিল। মাসে মাসে অনেক টাল দাশে। গিটশনির টাল দিয়ে এই বিদ্যাসিদ্ধা সে কল্যাত পারেনি। তার ইন্টারেক্টর অবশ্য রাতুলকে নিয়ে খুব আনন্দান্বিত ছিলেন। বেলিংয়ে, রাতক বেণ্ট পর্যন্ত যেতে পারলে তাকিয়ে সে খাবার কোনা একটা মেডেল পাবে। রাতুলের ধারণা ছিল, নাইমেন্টে যেতো পাওয়াই হচ্ছে এ ধরনের মার্শাল আর্টে উৎসাহ। নসু ভাকাতের সামান্যদামি দাঁড়িয়ে এই প্রথম সে বুকতে পারল, হয়তো তার আর কিছু ট্রেনিংই তাকে রক্ষা করবে। নসু ভাকাত যখন আবার তার ওপর কাঁপিয়ে পড়ল তখন সে ঘুরে গিয়ে তার পা তুলে নসু ভাকাতের মুখে একটা লাথি মেরে দেয়। তাইকোরাজো রাসে ঢেঁটা থাকত কেউ যেন রাখা না পায়। এখন তার সব প্রচেষ্টা হচ্ছে মানুষটাকে জামাত করা।

নসু ভাকাত লাথি খেয়ে নিতে শত্রে যায়। কেমন যেন জামাতকো খেয়ে সে রাতুলের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বেঁটে পড়ার মতো রাতুলকে ওপর কাঁপিয়ে পড়ল। নসু ভাকাত রাতুলকে নিতে যেলে গিয়ে তার ওপর বসে তাকে মারতে থাকে। রাতুল কোণোমতে নিজেকে রক্ষা করে দাঁতক সরে আসে। একটু দূরে গিয়ে সে আবার পা তুলে নসু ভাকাতকে জামাত করল। একবার দুইবার। তারপর অনেকবার।

নসু ভাকাত বুকতে পারছে না, কেমন করে একজন তকনো পাতলা মানুষ তাকে এভাবে মারতে পারে! সে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে করতে হত্যাংক করে নিতে শুরু পেল। রাতুল রেলিং ধরে যখন বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছে তখন দুজন ছুটে এসেছে। রাতুলকে দেখে বলল, 'কী হয়েছে?'

রাতুল হাতের টপোটা পিঠ দিয়ে মুখ থেকে রক্ত মুছে নসু ভাকাতকে পেরিয়ে বলল, 'বেঁধে ফেল। এই ভাকাতটাকে কোনো বিধান নেই।'

রাতুল হাতের দিয়ে অনুভব করল তার পায়ে কোনো একটা প্রাণের খবর বাধা পেরেছে। সে মর্মে মর্মে হুজিরে বেঁটে নিতে শুরু বেঁধে বসে পা তাকে সামনে নিয়ে সোঁ করে বসে থেকে একটা বড় নিশ্বাস কেব পুরে নিয়ে সে একদম বদল করে। গ্রিক তখন জাহাজে একটা অসামান্যভাবে ওঠা হয়েছে। শামস নেতৃত্বে সব ভাকাতকে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। শামস তাদের সামনে কটা রাইফেল হাতে নাইকীয় একটা ভঙ্গি করে হাবি তুলল। জাহাজের বিভিন্ন ঘরে তলা মেরে আরিকে রাখা মারশি মাঠে সবাইকে ছাড়নো হলো। ঘুরি হাতেরা আনন্দারকে একটু প্রাথমিক ডিকিঙ্গা দেওয়া হলো। জাহাজের পানি বেড়ে গেছে বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজটাকে ডুবাবার থেকে মুক্ত করে নেওয়া হলো। জাহাজটা যখন সুন্দরবনের ভেতরে ঢুকে গেল এবং জাহাজ টেলিফোন নেটওয়ার্কের ভেতর চলে এল তখন শামস তার নাইকীয় ছবিগুলো ডেসবুকে আপলোড করে সারা পৃথিবীতে প্রচার করে দিল। বেঁধে ওঠিসুটি মেরে ওঠে থেকে রাতুল টের পেল পা কেঁপে তার জ্বর আসছে। আঙ্গু, এমন জ্বর এতে কতি নেই।

8.

সবরঘাটে জাহাজটা থামার আগেই সবাই দেখতে পেল সেখানে টেলিভিশন ক্যামেরা নিয়ে অনেক সাংবাদিক দাঁড়িয়ে আছে।

জাহাজটা জেটিতে লাগার সাথে সাথে তারা লক্ষিত্রে জাহাজে উঠে যান। একটু পরেই দেখা গেল শামস জাহাজের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে ইন্টারভিউ নিচ্ছে। ডুবাবার জাহাজটা কেমন করে আরিকে গেল, কেমন করে ভাকাতের বল আক্রমণ করল, কেমন করে তাদের পরাভব করা হলো- তার প্রামাণ্যিক বর্ণনা। রাতুল তার ব্যাকস্কটটা ছাড়তে গিয়ে সবার কাছ থেকে বিনায় নেয়। বাছারা তাকে ঘিরে



হেলের কানো রেজার্টের জন্যই
তো বাটছি দিনরাত... আরও
একটু বেশি পেলে তো বেশ হয়।

গ্রেট স্টোর এন্ড হোমালি আইস ক্রিম
গ্রেট স্টোর এন্ড হোমালি আইস ক্রিম
01755843554

IFIC BANK

